Approved by the Text-book Committee, Bihar and Orissa,
(Vide the Bihar Gaz., 15th Nov., 1939 &
Orissa Gaz., 12th Dec., 1940).

কথামালা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সঙ্কলিত

রিসিভারের সংস্করণ

প্রকাশক—প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৩৫১

All rights reserved.]

মূল্য ॥৹ আট আনা।

PRINTED BY

NIROD CHANDRA MAJUMDAR,

AT THE

B. P. M's PRESS,

22/5B, Jhamapooker Lane, Calcutta, 1944.

বিজ্ঞাপন

রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীস্‌দেশে ঈসপ্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইঙ্গরেজি প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং য়ুরোপীয় সর্ব্বপ্রদেশেই, অদ্যাপি আদরপূর্ব্বক পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়। এই নিমিত্ত, শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙ্ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি ঐ সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু, এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে, ঐ সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হইবেক না; এজন্য ৬৮টি মাত্র আপাততঃ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল। শ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড টমাস্ জেমস্ ঈসপ্-রচিত গল্প ইঙ্গরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা, সংস্কৃত কালেজ।
৭ই ফাল্গুন, সংবৎ ১২৮২।

সপ্তত্রিংশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে অশ্ব ও অশ্বপাল, বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক, কুক্কুরদষ্ট মনুষ্য, পথিকগণ ও বটবৃক্ষ, কুঠার ও জলদেবতা, দুঃখী বৃদ্ধ ও যম, এই ছয়টি গল্প নূতন অনুবাদিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে সমুদয়ে গল্পের সংখ্যা ৭৪টি হইল। পুস্তকের আদ্যোপান্ত, সবিশেষ যত্নসহকারে সংশোধিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ. সংবৎ ১২৯০।

দ্বিপঞ্চাশৎ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল, পায়রা ও চীল, শৃগাল ও ছাগল, পিপীলিকা ও তৃণকীট, কুক্কুট ও মুক্তাফল, ঈগল্ ও শৃগালী, এই ছয়টি গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। সমুদয়ে গল্পেব সংখ্যা ৮০টী হইল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা।
১লা অগ্রহায়ণ, ১২৯৭ সাল।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব

সূচী

বিষয়				পৃষ্ঠা
* শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল	...	...	...	১
* বাঘ ও বক	...	...	...	২
* দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ	...	...	...	৪
শিকারী কুকুর	...	...	...	৬
অশ্ব ও অশ্বপাল	...	...	...	৮
* সর্প ও কৃষক	...	...	...	৯
* কুকুর ও প্রতিবিম্ব	...	...	...	১১
* ব্যাঘ্র ও মেষশাবক	...	...	...	১২
* মাছি ও মধুর কলসী	...	...	...	১৪
কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল	...	...	...	১৫
চালক ও চক্র	...	...	...	১৭
ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর	...	...	...	১৮
* সিংহ ও ইঁদুর	...	...	...	২১
রাখাল ও ব্যাঘ্র	...	...	...	২৩
শৃগাল ও কৃষক	...	...	...	২৪
* কাক ও জলের কলসী	...	...	...	২৫
উদর ও অন্যান্য অবয়ব	...	...	...	২৭
* একচক্ষু হরিণ	...	...	...	২৮
নেকড়ে বাঘ ও মেষের পাল		...	...	৩০
দুই পথিক ও ভালুক	...	...	...	৩১
বিধবা ও কুক্কুটী	...	...	...	৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিংহ, গর্দ্দভ ও শৃগালের শিকার	৩৪
খরগস ও শিকারী কুকুর	৩৫
* খরগস ও কচ্ছপ	৩৬
কৃষক ও কৃষকের পুত্রগণ	৩৭
বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক	৩৮
* শশকগণ ও ভেকগণ	৪১
কৃষক ও সারস	৪৩
গৃহস্থ ও তাহার পুত্রগণ	৪৪
* কচ্ছপ ও ঈগল্-পক্ষী	৪৫
অশ্ব ও অশ্বারোহী	৪৭
কুক্কুরদষ্ট মনুষ্য	৪৮
ভল্লুক ও শৃগাল	৪৯
* পথিকগণ ও বটবৃক্ষ	৫১
কুঠার ও জলদেবতা	৫২
* বৃষ ও মশক	৫৫
রোগী ও চিকিৎসক	৫৬
* ইঁদুরেব পবামর্শ	৫৭
সিংহ ও মহিষ	৫৯
চোব ও কুকুর	৬০
* লাঙ্গুলহীন শৃগাল	৬১
সারসী ও তাহার শিশুসন্তান	৬৩
পথিক ও কুঠার	৬৬
পক্ষী ও শাকুনিক	৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুঃখী বৃদ্ধ ও যম	৬৮
* ঈগল্ ও দাঁড়কাক	৬৯
হরিণ ও দ্রাক্ষালতা	৭১
* সিংহ, শৃগাল ও গর্দ্দভ	৭২
কৃপণ	৭৩
* সিংহ, ভালুক ও শৃগাল	৭৪
পীড়িত সিংহ	৭৫
* নেকড়ে বাঘ ও মেষ	৭৭
সিংহ ও তিন বৃষ	৭৯
শৃগাল ও সারস	৮০
শৃগাল ও কণ্টকবৃক্ষ	৮১
টাক ও পরচুলা	৮৩
সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ	৮৪
ঘোটকের ছায়া	৮৫
অশ্ব ও গর্দ্দভ	৮৬
লবণবাহী বলদ	৮৭
হরিণ	৮৯
বালকগণ ও ভেকসমূহ	৯০
বাঘ ও ছাগল	৯০
* সিংহ ও অন্যান্য জন্তুর শিকার	৯১
জ্যোতির্ব্বেত্তা	৯২
গর্দ্দভ, কুক্কুট ও সিংহ	৯৩
অশ্ব ও গর্দ্দভ	৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিংহ ও নেকড়ে বাঘ	৯৫
বৃদ্ধ সিংহ	৯৬
মেষপালক ও নেকড়ে বাঘ	৯৭
* কুকুর ও অশ্বগণ	৯৮
পিপীলিকা ও পারাবত	৯৯
* কাক ও শৃগাল	১০০
জলমগ্ন বালক	১০২
শিকারী ও কাঠুরিয়া	১০৩
সিংহ ও কৃষক	১০৪
পিপীলিকা ও তৃণকীট	১০৫
পায়রা ও চীল	১০৬
* বানর ও মৎস্যজীবী	১০৭
অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক	১০৯
* শৃগাল ও ছাগল	১১১
সিংহ ও শৃগাল	১১৩
কুক্কুট ও মুক্তাফল	১১৫
* মৃন্ময় ও কাংস্যময় পাত্র	১১৫
ঈগল্ ও শৃগালী	১১৭

* চিহ্নিত গল্পগুলি সচিত্র।

কথামালা

শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল।

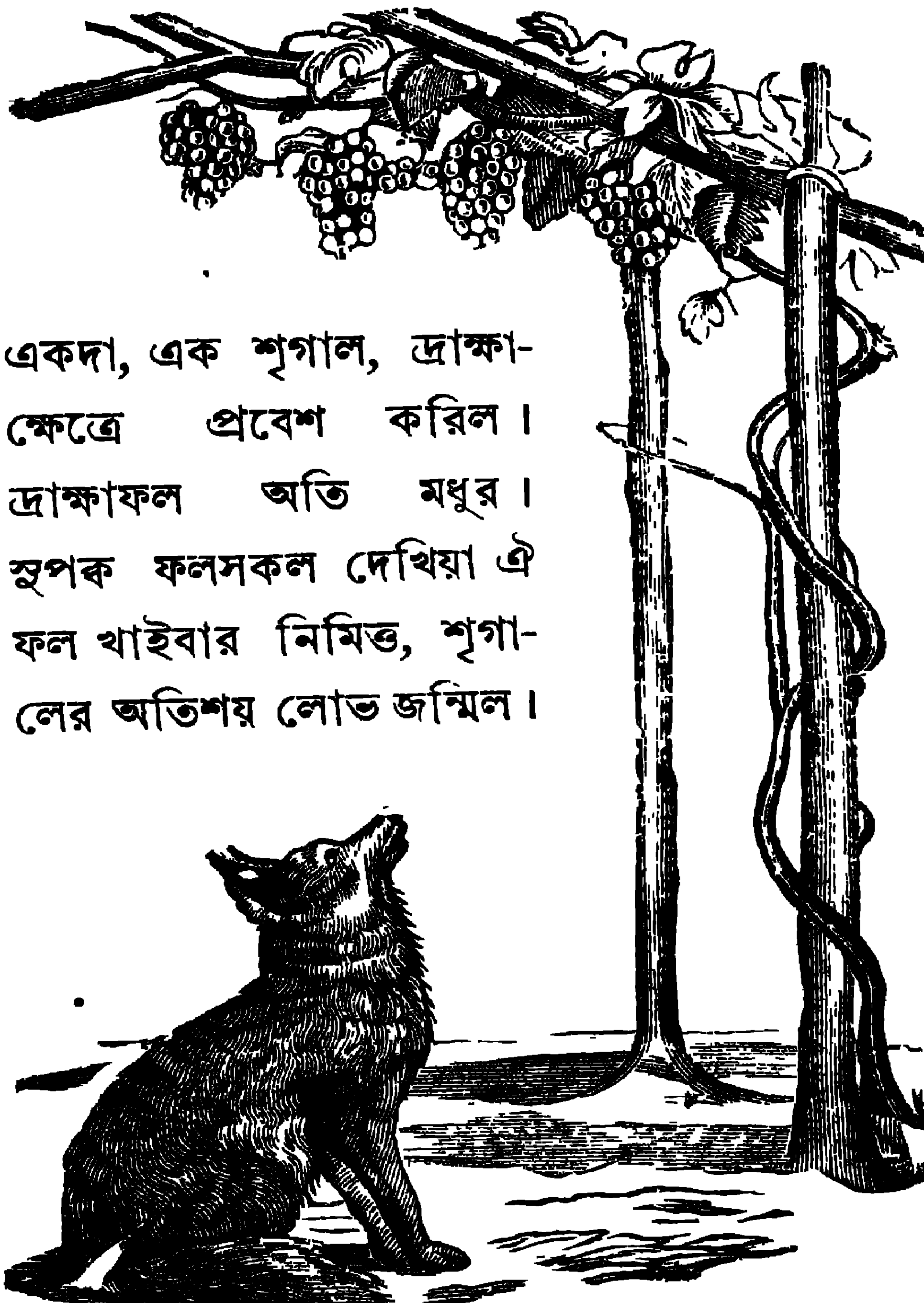

একদা, এক শৃগাল, দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর। সুপক্ক ফলসকল দেখিয়া ঐ ফল খাইবার নিমিত্ত, শৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল।

কিন্তু ফলসকল অতি উচ্চে ঝুলিতেছিল; সুতরাং, ঐ ফল পাওয়া, শৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের বশীভূত হইয়া, ফল পাড়িবার নিমিত্ত শৃগাল যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে, ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে, নিতান্ত নিরাশ হইয়া, এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।

দ্রাক্ষাফল—আঙ্গুরফল। একদা—এক সময়ে, একদিন।
মধুর—সুস্বাদু, মিষ্ট। সুপক্ক—বেশ পাকা।
উচ্চে—ঊর্দ্ধে, উপরে। পক্ষে—বিষয়ে।
বশীভূত—অধীন, আয়ত্ত। যথেষ্ট—অত্যন্ত, বিস্তর।
কৃতকার্য্য—সফলকাম। অবশেষে—শেষকালে, অনন্তর।
নিতান্ত—অত্যন্ত, অতিশয়। নিরাশ—আশাশূন্য, হতাশ।
বিস্বাদ—যাহার স্বাদ মন্দ, বিরস। অম্লরসে পরিপূর্ণ—অর্থাৎ টক্।

বাঘ ও বক।

একদা, এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, চারিদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। সে, যে জন্তুকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই হে, যদি তুমি, আমার গলা হইতে, হাড় বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে, আমি তোমায় বিলক্ষণ

পুরস্কার দিব, এবং চিরকালের জন্য তোমার কেনা হইয়া থাকিব। কোন জন্তুই ভয়ে সম্মত হইল না।

অবশেষে, এক বক, পুরস্কারের লোভে, সম্মত হইল; এবং বাঘের মুখের ভিতরে, আপন লম্বা ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অনেক যত্নে ঐ হাড় বাহির করিয়া আনিল। বাঘ সুস্থ হইল। বক, পুরস্কারের কথা উত্থাপিত করিবামাত্র, সে, দাঁত কড়মড় ও চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, অরে নির্ব্বোধ, তুই বাঘের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলি। তুই যে নির্ব্বিঘ্নে ঠোঁট

বাহির করিয়া লইয়াছিস্, তাহাই ভাগ্য বলিয়া না মানিয়া, আবার পুরস্কার চাহিতেছিস্? যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সম্মুখ হইতে যা; নতুবা এখনই, তোর ঘাড় ভাঙ্গিব। বক শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অসতের সহিত ব্যবহার করা ভাল নয়।

যথেষ্ট—অনেক, বিস্তর।
অস্থির—কাতর।
বিলক্ষণ—প্রচুর, রীতিমত, উত্তমরূপ।
চিরকাল—যাবজ্জীবন।
অনেক যত্নে—বহুকষ্টে।
উত্থাপিত—যাহা উত্থাপন করা হইয়াছে।
রক্তবর্ণ—লালবর্ণ।
নির্ব্বিঘ্নে—নিরাপদে।
আবার—পুনরায়।
নতুবা—নচেৎ, তাহা না হইলে।
তৎক্ষণাৎ—তখনি, সেই দণ্ডে।
অসতের—মন্দ লোকের।
যন্ত্রণায়—যাতনায়।
জন্তুকে—জীবকে, প্রাণীকে।
পুরস্কার—পারিতোষিক।
সম্মত—রাজী।
সুস্থ—আরাম।
চক্ষু—চোখ।
নির্ব্বোধ—বোকা, মূর্খ, অজ্ঞান।
ভাগ্য—শুভাদৃষ্ট।
সাধ—ইচ্ছা, অভিলাষ।
হতবুদ্ধি—অবাক্।
প্রস্থান করিল—চলিয়া গেল।
ব্যবহার—কার্য্য, আচরণ।

দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ।

একস্থানে কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ পড়িয়া ছিল। এক দাঁড়-কাক, দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, যদি আমি এই ময়ূরপুচ্ছগুলি আপন পাখায় বসাইয়া দি, তাহা হইলে, আমিও ময়ূরের মত সুশ্রী হইব। এই ভাবিয়া, দাঁড়কাক, ময়ূরপুচ্ছগুলি আপন পাখায় বসাইয়া দিল;

এবং দাঁড়কাকদের নিকটে গিয়া, তোরা অতি নীচ ও অতি বিশ্রী, আর আমি তোদের সঙ্গে থাকিব না, এই বলিয়া, গালাগালি দিয়া, ময়ূরের দলে মিশিতে গেল।

ময়ূরগণ, দেখিবামাত্র, তাহাকে দাঁড়কাক বলিয়া বুঝিতে পারিল; সকলে মিলিয়া, তাহার পাখা হইতে, একটি একটি করিয়া, ময়ূরপুচ্ছ তুলিয়া লইল; এবং তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ স্থির করিয়া, এত ঠোক্‌রাইতে আরম্ভ করিল যে, দাঁড়কাক, জ্বালায় অস্থির হইয়া, পলায়ন করিল।

অনন্তর, সে পুনরায় আপন দলে মিলিতে গেল। তখন দাঁড়কাকেরা উপহাস করিয়া বলিল, ওরে নির্ব্বোধ, তুই ময়ূরপুচ্ছ পাইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, আমাদিগকে

ঘৃণা করিয়া ও গালাগালি দিয়া, ময়ূরের দলে মিলিতে গিয়াছিলি ; সেখানে অপদস্থ হইয়া, আবার আমাদের দলে মিলিতে আসিয়াছিস্। তুই অতি নির্ব্বোধ ও নির্লজ্জ। এইরূপে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, তাহারা সেই নির্ব্বোধ দাঁড়কাককে তাড়াইয়া দিল।

যাহার যে অবস্থা, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কাহারও নিকট অপদস্থ ও অবমানিত হইতে হয় না।

কতকগুলি—কতিপয়, কিছু।	বিবেচনা করিল—ভাবিল।
পাখা—ডানা, পক্ষ।	সুশ্রী—সুন্দর, মনোহর।
নীচ—অধম, জঘন্য।	বিশ্রী—কুৎসিত, কদাকার।
উপহাস—ঠাট্টা, বিদ্রূপ।	অহঙ্কার—গর্ব্ব, দেমাক।
ঘৃণা—অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অনাদর।	নির্ব্বোধ—মূর্খ বোকা।
নির্লজ্জ—লজ্জাহীন, বেহায়া।	যথোচিত—উচিতমত।
তিরস্কার—ভৎর্সনা, লাঞ্ছনা।	সন্তুষ্ট—আনন্দিত, খুসী।
অপদস্থ—অনাদৃত, অবমানিত।	অবমানিত—অপদস্থ।

শিকারী কুকুর।

এক [illegible] একটি অতি উত্তম শিকারি কুকুর ছিল। তিনি যখন শিকার করিতে যাইতেন, কুকুরটি সঙ্গে থাকিত। ঐ কুকুরের বিলক্ষণ বল ছিল, শিকারের সময় কোন জন্তুকে দেখাইয়া দিলে, সেই জন্তুর ঘাড়ে এমন কামড়াইয়া ধরিত, যে, উহা আর পলাইতে পারিত না। যত দিন তাহার শরীরে বল ছিল, সে এইরূপে আপন প্রভুর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল।

পরে, কুকুর রুগ্ন হইয়া, অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া । এই সময়ে, তাহার প্রভু, একদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া, শিকার করিতে গেলেন। এক শূকর সম্মুখ হইতে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। শিকারী ইঙ্গিত করিবামাত্র, কুকুর দৌড়াইয়া গিয়া, শূকরের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু, পূর্ব্বের মত বল ছিল না, এজন্য, ধরিয়া রাখিতে পারিল না; শূকর অনায়াসে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

শিকারী ব্যক্তি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, কুকুরকে তিরস্কার ও করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কুকুর বলিল, মহাশয়, বিনা অপরাধে, আমায় তিরস্কার ও প্রহার করেন কেন? মনে করিয়া দেখুন, যত দিন আমার বল ছিল, আপনার কত করিয়াছি; এক্ষণে, রুগ্ন হইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া, তিরস্কার ও প্রহার করা উচিত নহে।

বিলক্ষণ—অত্যন্ত, খুব, অতিশয়।
যথেষ্ট—অনেক।
রুগ্ন—পীড়িত।
ইঙ্গিত—ইসারা।
ক্রোধে—রাগে, রোষে।
অক্ষম—অপারগ, অসমর্থ।
[illegible]
[illegible]—[illegible], [illegible]।
[illegible]—[illegible]।
অনায়াসে—অক্লেশে, সহজে।
বিনা অপরাধে—বিনা দোষে।
উচিত—কর্ত্তব্য।

অশ্ব ও অশ্বপাল।

[illegible] আহার পাইলে, এবং শরীর রীতিমত মার্জ্জিত ও মর্দ্দিত হইলে, অশ্বগণ বিলক্ষণ বলবান্ হয়, এবং সুশ্রী ও চিক্কণ দেখায়। কিন্তু রীতিমত আহার না দিলে, কেবল মার্জ্জনে ও মর্দ্দনে কোন ফল হয় না। কোনও অশ্বপাল, প্রত্যহ অশ্বের আহার-দ্রব্যের কিয়ৎ অংশ বেচিয়া, বিলক্ষণ লাভ করিত। অশ্ব, রীতিমত আহার না পাইয়া, দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দুষ্ট অশ্বপাল, লাভের লোভে, অশ্বের আহার-দ্রব্য প্রত্যহ চুরি করিত বটে, কিন্তু মার্জ্জন ও মর্দ্দন বিষয়ে, তাহার কিছুমাত্র আলস্য ছিল না; বরং সচরাচর সকলে যত-বার ও যতক্ষণ, মার্জ্জন ও মর্দ্দন করে, সে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষণ ও অধিক বার করিত। দুর্ব্বল শরীর অধিক মার্জ্জন ও মর্দ্দন করাতে, অশ্বের বিলক্ষণ ক্লেশ হইতে লাগিল। এজন্য, অশ্ব অতিশয় বিরক্ত হইয়া, একদিন অশ্বপালকে বলিল, ভাই হে, যদি আমাকে সুশ্রী ও সবল করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রীতিমত আহার দিতে আরম্ভ কর; রীতিমত আহার না দিলে, কেবল মার্জ্জন ও মর্দ্দন দ্বারা, তুমি কখনই আমাকে সুশ্রী ও সবল করিতে পারিবে না।

অশ্ব—ঘোটক, ঘোড়া।	অশ্বপাল—সহিস।
মার্জ্জিত—মাজা, পরিষ্কৃত।	মর্দ্দিত—দলিত।
সুশ্রী—সুন্দর।	চিক্কণ—চকচকে, উজ্জ্বল।
প্রত্যহ—প্রতিদিন, রোজ রোজ।	আলস্য—কুড়েমি, অলসতা।
সচরাচর—সাধারণতঃ।	সবল—বলবান্, বলযুক্ত।
ইচ্ছা—অভিলাষ, বাঞ্ছা।	রীতিমত—উপযুক্ত।

শীতকালে এক কৃষক, অতি প্রত্যূষে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে যাইতেছিল। সে দেখিতে পাইল, একটী সর্প হিমে আচ্ছন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া, পথের ধারে পড়িয়া আছে; দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তখন সে ঐ সর্পকে উঠাইয়া লইল, এবং বাটীতে আনিয়া, আগুনে সেঁকিয়া কিছু আহার দিয়া, তাহাকে সজীব করিল। সর্প, এইরূপে সজীব হইয়া উঠিয়া, পুনরায় আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইল, এবং কৃষকের শিশু সন্তানকে সম্মুখে পাইয়া, দংশন করিতে উদ্যত হইল।

কৃষক দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পকে বলিল, অরে ক্রূর, তুই অতি কৃতঘ্ন। তোর প্রাণ নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়া করিয়া, গৃহে আনিয়া, আমি তোর প্রাণরক্ষা করিলাম; তুই সে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে দংশন করিতে উদ্যত হইলি! বুঝিলাম, যাহার যে স্বভাব,

কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। যাহা হউক, তোর যেমন কর্ম্ম, তার উপযুক্ত ফল পা। এই বলিয়া, কুপিত

কৃষক, হস্তস্থিত কুঠার দ্বারা সর্পের মস্তকে এমন প্রহার করিল যে, এক আঘাতেই তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

সর্প—সাপ।	কৃষক—চাষা, যে চাষের কাজ করে।
প্রত্যুষে—ভোরবেলায়, সকালে।	ক্ষেত্রে—মাঠে, ময়দানে।
হিমে—শিশিরে।	আচ্ছন্ন—আবৃত, ঢাকা।
মৃতপ্রায়—মৃতবৎ, মরার মত।	অন্তঃকরণে—মনে।

উদয়—আবির্ভাব, উপস্থিতি।
স্বভাব—প্রকৃতি।
উদ্যত—উদ্যোগী, সচেষ্ট।
ক্রূর—নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, খল।
দয়া—কৃপা, অনুগ্রহ।
ফল—শাস্তি, প্রতিশোধ।
হস্তস্থিত—যাহা হাতে ছিল।
আঘাতেই—প্রহারেই।
সজীব—জীবিত।
দংশন করিতে—কামড়াইতে।
ক্রুদ্ধ—কুপিত।
কৃতঘ্ন—নিমকহারাম।
উপযুক্ত—উচিত, যোগ্য, অনুরূপ
কুপিত—ক্রুদ্ধ, রুষ্ট।
কুঠার—কুড়ুল।
[illegible]—মৃত্যু, মরণ।

কুক্কুর ও প্রতিবিম্ব।

এক কুক্কুর, মাংসের একখণ্ড মুখে করিয়া নদী পার হইতেছিল। নদীর নির্ম্মল জলে, তাহার যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, সে, সেই প্রতিবিম্বকে অন্য কুক্কুর স্থির করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, এই কুক্কুরের মুখে যে মাংসখণ্ড আছে, কাড়িয়া লই, তাহা হইলে, আমার দুইখণ্ড মাংস হইবে।

এইরূপ লোভে পড়িয়া, মুখ বিস্তৃত করিয়া, কুক্কুর, যেমন অলীক মাংসখণ্ড ধরিতে গেল, অমনি উহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড, জলে পড়িয়া, স্রোতে ভাসিয়া গেল। তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর এই বলিতে বলিতে নদী পার হইয়া চলিয়া

গেল, যাহারা লোভের বশীভূত হইয়া, কল্পিত লাভের প্রত্যাশায় ধাবমান হয়, তাহাদের এই দশাই ঘটে।

প্রতিবিম্ব—ছায়া।
নির্ম্মল—পরিষ্কার, ময়লাশূন্য।
স্রোতে—প্রবাহে।
বশীভূত—বশ, অধীন।
প্রত্যাশায়—আশায়, লোভে।
খণ্ড—টুক্‌রা।
অলীক—মিথ্যা, অমূলক।
হতবুদ্ধি—হতজ্ঞান, বুদ্ধিশূন্য।
কল্পিত—অলীক, মিথ্যা।
ধাবমান হয়—যায়, দৌড়ায়।

ব্যাঘ্র ও মেষশাবক।

এক ব্যাঘ্র, পর্ব্বতের ঝরণায় জলপান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, কিছু দূরে নীচের দিকে, এক মেষশাবক

জলপান করিতেছে। সে দেখিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিল, এই মেষশাবকের প্রাণসংহার করিয়া, আজিকার আহার সম্পন্ন করি। কিন্তু, বিনা দোষে, এক জনের প্রাণবধ করা ভাল দেখায় না; অতএব, একটা দোষ দেখাইয়া, অপরাধী করিয়া, উহার প্রাণবধ করিব।

এই স্থির করিয়া, ব্যাঘ্র, সত্বরগমনে, মেষশাবকের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, অরে দুরাত্মন্, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, আমি জলপান করিতেছি দেখিয়াও তুই জল ঘোলা করিতেছিস্। মেষশাবক শুনিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, সে কি মহাশয়, আমি কেমন করিয়া, আপনকার পান করিবার জল ঘোলা করিলাম? আমি নীচে জলপান করিতেছি, আপনি উপরে জলপান করিতেছেন। নীচের জল ঘোলা করিলেও, উপরের জল ঘোলা হইতে পারে না।

বাঘ বলিল, সে যাহা হউক, তুই এক বৎসর পূর্ব্বে আমার অনেক নিন্দা করিয়াছিলি; আজ তোরে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিব। মেষশাবক কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন, এক বৎসর পূর্ব্বে আমার জন্মই হয় নাই; সুতরাং তৎকালে আমি আপনকার নিন্দা করিয়াছি, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? বাঘ বলিল, হাঁ, সত্য বটে; সে তুই নহিস্,

তোর বাপ আমার নিন্দা করিয়াছিল। তুই কর, আর তোর বাপ করুক্, একই কথা, আর তোর কোনও ওজর শুনিতে চাহি না। এই বলিয়া বাঘ, ঐ অসহায় দুর্ব্বল মেষশাবকের প্রাণসংহার করিল।

দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই।

আমি অপরাধী নহি বা এরূপ করা অন্যায়, ইহা বলিয়া প্রবল ব্যক্তির অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

প্রাণসংহার করিয়া—মারিয়া ফেলিয়া।
সম্পন্ন করি—শেষ করি, নির্ব্বাহ করি।
অতএব—এ কারণ।
সত্বর-গমনে—শীঘ্র যাইয়া, দ্রুত যাইয়া।
দুরাত্মন্—দুরাচার, দুষ্ট, পাপাশয়।
প্রতিফল—শাস্তি, উপযুক্ত দণ্ড।
অসহায়—সহায়হীন, নিঃসহায়।
ছলের—ছলনার, শঠতার, চাতুরীর।
অত্যাচার—দৌরাত্ম্য, উপদ্রব।
আহার—ভোজন, খাওয়া।
প্রাণবধ করা—মারিয়া ফেলা।
উপস্থিত—উপনীত।
ঘোলা—অপরিষ্কার।
সমুচিত—উচিত, যথোচিত।
অন্যায়—অসঙ্গত।
দুরাত্মার—দুরাচারের, দুষ্টের।
অসদ্ভাব—অপ্রতুল, অভাব।
পরিত্রাণ—মুক্তি, নিস্তার, রক্ষা

মাছি ও মধুর কলসী

এক দোকানে মধুর কলসী উল্‌টিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে চারিদিকে মধু ছড়াইয়া যায়। মধুর গন্ধ পাইয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া, সেই মধু খাইতে লাগিল। যতক্ষণ এক ফোঁটা মধু পড়িয়া রহিল, তাহারা ঐ স্থান হইতে নড়িল না। অধিকক্ষণ তথায় থাকাতে, ক্রমে ক্রমে, সমুদয় মাছির পা মধুতে জড়াইয়া গেল, মাছি সকল আর কোনও

মতে, উড়িতে পারিল না, এবং আর যে উড়িয়া যাইতে পারিবে, তাহারও প্রত্যাশা রহিল না। তখন তাহারা

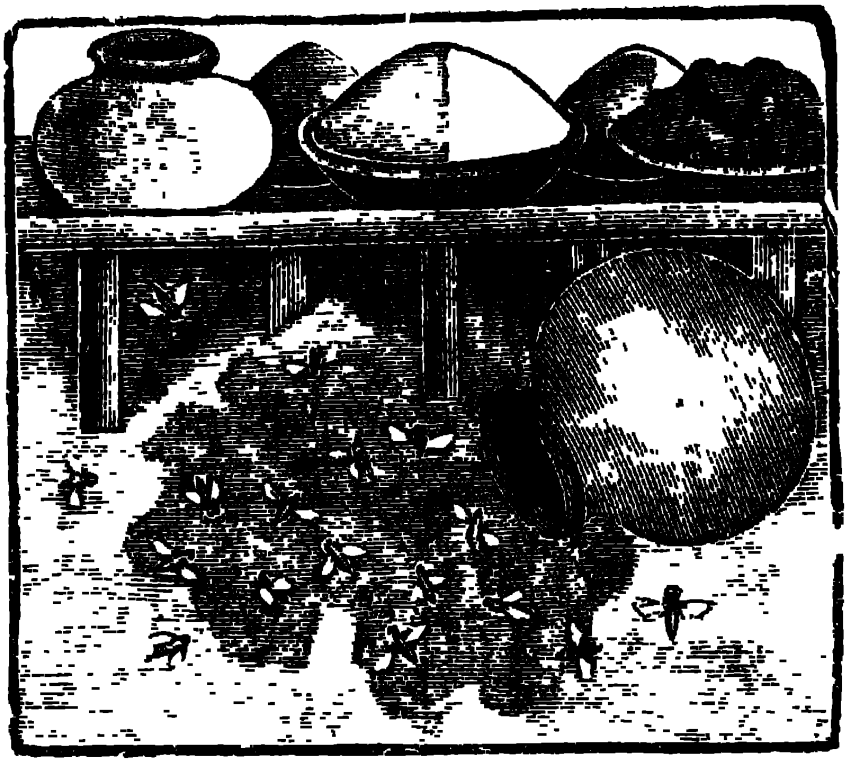

আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা কি নির্ব্বোধ ; ক্ষণিক সুখের জন্য প্রাণ হারাইলাম।

ফোঁটা—বিন্দু।
ক্রমে ক্রমে—ক্রমশঃ।
প্রত্যাশা—আশা।
ধিক্কার দিয়া—ধিক্ ধিক্ বলিয়া।
আক্ষেপ—খেদ, দুঃখ।
ক্ষণিক—অল্পকালস্থায়ী।

কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল।

এক কুকুর ও এক কুক্কুট, উভয়ের অতিশয় প্রণয় ছিল। একদিন উভয়ে মিলিয়া বেড়াইতে গেল। এক

Uttarpara Jaikrishna Public Library.

অরণ্যের মধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইল। রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত, কুক্কুট এক বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিল, কুকুর সেই বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। কুক্কুটদের স্বভাব এই, প্রভাত-কালে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া থাকে। কুক্কুট শব্দ করিবামাত্র এক শৃগাল, শুনিতে পাইয়া, মনে মনে স্থির করিল, কোনও সুযোগে আজ এই কুক্কুটের প্রাণ নষ্ট করিয়া, মাংসভক্ষণ করিব। এই স্থির করিয়া, সেই বৃক্ষের নিকটে গিয়া ধূর্ত্ত শৃগাল, কুক্কুটকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভাই, তুমি কি সৎ পক্ষী ; সকলের কেমন উপকারক। আমি তোমার স্বর শুনিতে পাইয়া, আহ্লাদিত হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বৃক্ষের শাখা হইতে নামিয়া আইস ; দুজনে মিলিয়া খানিক আমোদ আহ্লাদ করি।

কুক্কুট, শৃগালের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ঐ ধূর্ত্ততার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত বলিল, ভাই শৃগাল, তুমি বৃক্ষের তলে আসিয়া, খানিক অপেক্ষা কর, আমি নামিয়া যাইতেছি। শৃগাল শুনিয়া, হৃষ্টচিত্তে, যেমন বৃক্ষের তলে আসিল, অমনি কুকুর তাহাকে আক্রমণ করিল, এবং দন্তাঘাতে ও নখরপ্রহারে, তাহার সর্ব্বশরীর বিদীর্ণ করিয়া, প্রাণসংহার করিল।

পরের মন্দ-চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে, আপনাকে সেই ফাঁদে পড়িতে হয়।

কুক্কুট—কুঁকড়া, মোরগ।
অরণ্যের—বনের।
স্বভাব—প্রকৃতি।
সুযোগে—সুবিধাতে।
ধূর্ত্ত—চতুর, শঠ।
আহ্লাদিত—আনন্দিত, প্রফুল্ল
ধূর্ত্ততা—শঠতা।
হৃষ্টচিত্তে—আনন্দিত-মনে।
দন্তাঘাতে—কামড়ে।
বিদীর্ণ—ছিন্নভিন্ন।
প্রণয়—বন্ধুত্ব, ভাব, সদ্ভাব।
আরোহণ করিল—চড়িল।
উচ্চৈঃস্বরে—খুব চীৎকার করিয়া।
স্থির করিয়া—ঠিক করিয়া।
উপকারক—উপকারী।
আমোদ-আহ্লাদ—আমোদ-প্রমোদ।
প্রতিফল—উপযুক্ত শাস্তি।
আক্রমণ—উপরে আসিয়া পড়া।
নখর-প্রহারে—আঁচড়ে।
প্রাণসংহার করিল—মারিয়া ফেলিল।

চালক ও চক্র।

এক গোযান-চালক গো-শকটে বিস্তর পাটের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেল-ষ্টেশনে যাইতেছিল। শকটের বলদ দুইটী অতি কষ্টে ঐ বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাদের যতই পরিশ্রম বা কষ্ট হউক, তাহারা নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছিল। কিন্তু শকটের চক্রগুলি অতি ভীষণ ক্যাঁচ কোঁচ রব করিতেছিল। চালক বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে সেই কর্কশ চীৎকার সহ্য করিতেছিল। শব্দ যাহাতে না হয়, সেইজন্য সে চক্রগুলি তৈলসিক্ত করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও চক্রগুলির ভীষণ চীৎকার বন্ধ হইল না। তখন চালক অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওরে "দুর্বৃত্তগণ!

যাহারা এত বড় গাঁইটের ভার টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারা কোনও কষ্ট না জানাইয়া নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছে, তোরা কি জন্য কঁ্যাচ কোঁচ রব করিয়া কাণ ঝালাপালা করিতেছিস্ ?”

যাহারা যত অধিক চীৎকার করে, তাহারা তত অল্প আঘাত পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গোযান-চালক—যে গরুর গাড়ি চালায়।
গো-শকটে—গরুর গাড়িতে। নীরবে—নিঃশব্দে।
অতিবাহিত—অতিক্রান্ত। ভীষণ—ভয়ঙ্কর।
তৈল-সিক্ত—তেল মাখান। বিরক্ত—ত্যক্ত।
ক্রুদ্ধ—কুপিত। দুর্ব্বৃত্তগণ—দুরাত্মাসকল।

ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর।

এক স্থূলকায় পালিত কুকুরের সহিত এক ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম আলাপের পর, ব্যাঘ্র কুকুরকে বলিল, ভাল ভাই, জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি কেমন করিয়া এমন সবল ও স্থূলকায় হইলে; প্রতিদিন কিরূপ আহার কর, এবং কিরূপেই বা প্রতিদিনের আহার পাও। আমি, অহোরাত্র আহারের চেষ্টায় ফিরিয়াও, উদর পূরিয়া আহার করিতে পাই না, কোনও কোনও দিন উপবাসীও থাকিতে হয়। এইরূপ আহারের কষ্টে, এমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি।

কুকুর বলিল, আমি যা করি, তুমি যদি তাই করিতে পার, আমার মত আহার পাও। ব্যাঘ্র বলিল, সত্য না কি? আচ্ছা ভাই, তোমায় কি করিতে হয়, বল। কুকুর বলিল, আর কিছুই নয়; রাত্রিতে প্রভুর বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, এই মাত্র। ব্যাঘ্র বলিল, আমিও করিতে সম্মত আছি। আমি আহারের চেষ্টায়, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে অতিশয় কষ্ট পাই। আর এ ক্লেশ সহ্য হয় না। যদি রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় গৃহের মধ্যে থাকিতে পাই, এবং ক্ষুধার সময় পেট ভরিয়া খাইতে পাই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই। ব্যাঘ্রের দুঃখের কথা শুনিয়া কুকুর বলিল, তবে আমার সঙ্গে আইস। আমি প্রভুকে বলিয়া, তোমার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

ব্যাঘ্র, কুকুরের সঙ্গে চলিল। খানিক গিয়া, ব্যাঘ্র, কুকুরের ঘাড়ে একটা দাগ দেখিতে পাইল, এবং কিসের দাগ জানিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইয়া, কুকুরকে জিজ্ঞাসিল, ভাই, তোমার ঘাড়ে ও কিসের দাগ? কুকুর বলিল, ও কিছুই নয়। ব্যাঘ্র বলিল, না ভাই, বল বল, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। কুকুর বলিল, আমি বলিতেছি, ও কিছুই নয়; বোধ হয়, গলবন্ধের দাগ। বাঘ বলিল, গলবন্ধ কেন? কুকুর বলিল, গলবন্ধে শিকলি দিয়া, দিনের বেলায় বাঁধিয়া রাখে।

বাঘ, শুনিয়া চমকিয়া উঠিল এবং বলিল, শিকলিতে বাঁধিয়া রাখে ? তবে তুমি যখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার না ? কুকুর বলিল, তা কেন, দিনের বেলায় বাঁধা থাকি বটে ; কিন্তু রাত্রিতে যখন ছাড়িয়া দেয়, তখন আমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি। তদ্ভিন্ন প্রভুর ভৃত্যেরা কত আদর ও কত যত্ন করে, ভাল আহার দেয়, স্নান করাইয়া দেয়। প্রভুও, কখনও কখনও, আদর করিয়া, আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দেন। দেখ দেখি, কেমন সুখে থাকি। বাঘ বলিল, ভাই হে, তোমার সুখ তোমারই থাকুক, আমার অমন সুখে কাজ নাই। নিতান্ত পরাধীন হইয়া, রাজভোগে থাকা অপেক্ষা, স্বাধীন থাকিয়া, আহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভাল। আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। এই বলিয়া, বাঘ চলিয়া গেল।

পালিত কুকুর—পোষা কুকুর।
ক্ষুধার্ত্ত—ক্ষুধায় কাতর।
আলাপ—পরিচয়, কথাবার্ত্তা।
অহোরাত্র—দিনরাত, দিবারাত্র।
রক্ষণাবেক্ষণ—চৌকি দেওন।
ব্যগ্র—ব্যস্ত।
গলবন্ধের দাগ—গলাসির চিহ্ন।
সুখে—আরামে, স্বচ্ছন্দে।
রাজভোগে—রাজসুখে।
স্থূলকায়—মোটা, হৃষ্টপুষ্ট।
শীর্ণকায়—রোগা, কৃশাঙ্গ।
সবল—বলবান্।
উপবাসী—অনাহারী।
বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা, যোগাড়।
জিজ্ঞাসিল—জিজ্ঞাসা করিল।
আদর—স্নেহ, যত্ন।
পরাধীন—পরের বশ।
স্বাধীন—আপনার বশ, স্বেচ্ছাচারী

সিংহ ও ইঁদুর।

এক সিংহ, পর্ব্বতের গুহায় নিদ্রা যাইতেছিল। দৈবাৎ একটা ইঁদুর সেই দিক্ দিয়া যাইতে যাইতে, সিংহের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। প্রবিষ্ট হইবামাত্র সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে, ইঁদুর নির্গত হইলে, সিংহ কুপিত হইয়া নখরের প্রহার দ্বারা তাহার প্রাণ-সংহারে উদ্যত হইল। ইঁদুর প্রাণভয়ে কাতর হইয়া বিনয় করিয়া বলিল, মহারাজ, আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া আমার প্রাণদান করুন। আপনি সমস্ত পশুর রাজা; আমার মত ক্ষুদ্র পশুর প্রাণবধ করিলে, আপনার কলঙ্ক আছে। সিংহ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, দয়া করিয়া, ইঁদুরকে ছাড়িয়া দিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, সিংহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক শিকারীর জালে পড়িল; বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই জাল ছাড়াইতে পারিল না। পরিশেষে, প্রাণরক্ষা বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, সে এমন ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল যে, সমস্ত অরণ্য কম্পিত হইয়া উঠিল।

সিংহ, ইতঃপূর্ব্বে যে ইঁদুরের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, সে ঐ স্থানের অনতিদূরে বাস করিত। এক্ষণে সে,

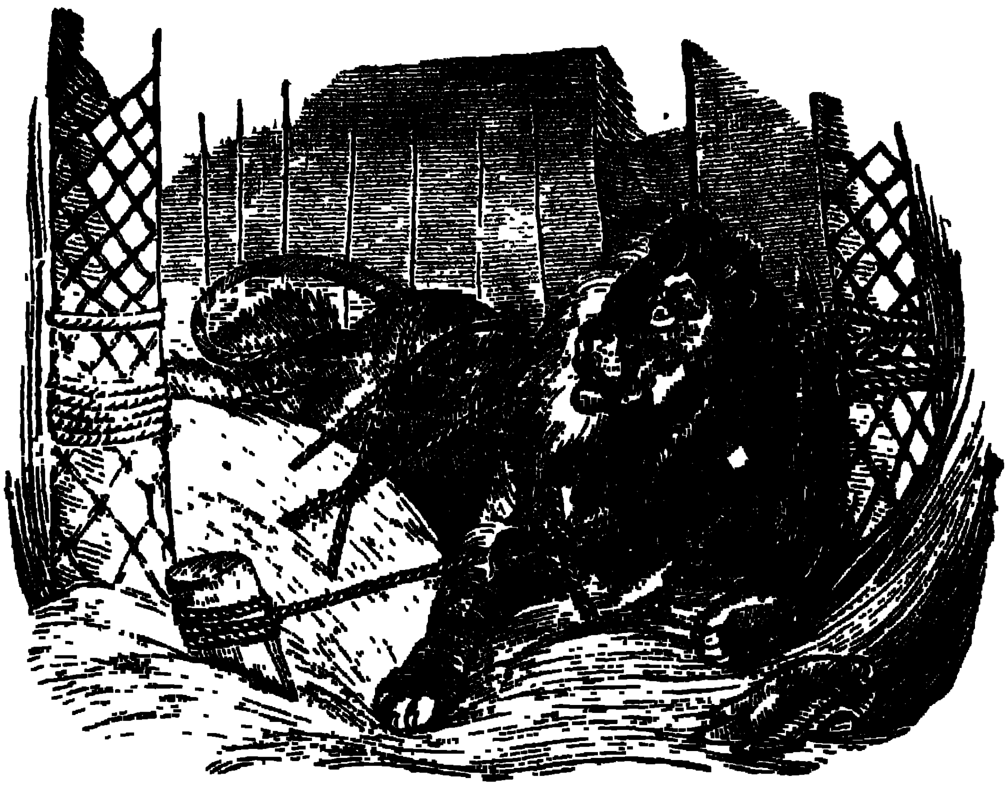

পূর্ব্ব প্রাণদাতার স্বর চিনিতে পারিয়া, সত্বর সেস্থানে উপস্থিত হইল; তাহার এই বিপদ্ দেখিয়া, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, জাল কাটিতে আরম্ভ করিল, এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যেই সিংহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

কাহারও উপব দয়া প্রকাশ কবিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না।

যে যত ক্ষুদ্র প্রাণী হউক না কেন, উপকৃত হইলে, কখনও না কখনও প্রত্যুপকাব কবিতে পারে।

গুহায়—গর্ত্তে, গহ্বরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল—ঘুম ভাঙ্গিল।
কাতর—ব্যাকুল।
ক্ষমা—মাপ, মার্জ্জনা।
কলঙ্ক—অপযশ, দুর্নাম, অখ্যাতি।
ইতস্ততঃ—এদিক্ ওদিক্।
দৈবাৎ—হঠাৎ, অকস্মাৎ, সহসা।
নির্গত হইলে—বাহির হইলে।
অপরাধ—দোষ।
প্রাণবধ—জীবন-সংহার।
ঘটনা—ব্যাপার।
বিস্তর—অনেক।

পরিশেষে—অবশেষে, শেষকালে। প্রাণ-রক্ষা—প্রাণ-বাঁচান।
নিরাশ—হতাশ। ভয়ঙ্কর—ভয়ানক, ভীষণ।
গর্জ্জন—উচ্চৈঃস্বরে শব্দ। অনতিদূরে—নিকটে, কাছে।
স্বর—গলার আওয়াজ, গলার শব্দ। সত্বর—শীঘ্র, অনতিবিলম্বে।
বিপদ—আপদ, বিপত্তি। নিষ্ফল—বিফল, বৃথা।
উপকৃত হইলে—উপকার পাইলে। প্রত্যুপকার—উপকারের প্রতিদান।

রাখাল ও ব্যাঘ্র।

এক রাখাল, কোনও বনে গরু চরাইত। ঐ মাঠের নিকটবর্ত্তী বনে বাঘ থাকিত। রাখাল, তামাসা দেখিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত। নিকটস্থ লোকেরা, বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া, অতিশয় ব্যস্ত হইয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইত। রাখাল দাঁড়াইয়া, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। আগত লোকেরা অপ্রস্তুত হইয়া, চলিয়া যাইত।

অবশেষে, একদিন সত্য সত্যই বাঘ আসিয়া, তাহার পালের গরু আক্রমণ করিল। তখন রাখাল, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সে দিন এক প্রাণীও তাহার সাহায্যের নিমিত্ত উপস্থিত হইল না। সকলেই মনে করিল, ধূর্ত্ত রাখাল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া আমাদের সঙ্গে তামাসা করিতেছে। বাঘ, ইচ্ছামত পালের গরু নষ্ট করিল, এবং অবশেষে রাখালের প্রাণ-

সংহার করিয়া চলিয়া গেল। নির্ব্বোধ রাখাল, সকলকে এই উপদেশ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল যে, মিথ্যাবাদীরা সত্য বলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না।

নিকটবর্ত্তী—নিকটস্থ, সন্নিহিত। অপ্রস্তুত—অপদস্থ, অপমানিত।
ব্যাকুল—ব্যস্ত, কাতর। আক্রমণ—উপরে আসিয়া পড়া।
ইচ্ছামত—ইচ্ছানুযায়ী, মনের মত। ধূর্ত্ত—শঠ, প্রতারক।
উপদেশ—শিক্ষা। নির্ব্বোধ—মূর্খ ও বোকা।
মিথ্যাবাদীরা—অসত্যবাদীরা। প্রাণত্যাগ—জীবনবিসর্জ্জন।

শৃগাল ও কৃষক।

ব্যাধগণে ও তাহাদের কুকুরে তাড়া করাতে, এক শৃগাল অতি দ্রুত দৌড়িয়া গিয়া, কোনও কৃষকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং বলিল, ভাই, যদি তুমি কৃপা করিয়া আশ্রয় দাও, তবে এ যাত্রা আমার পরিত্রাণ হয়। কৃষক বলিল, তোমার ভয় নাই, আমার কুটীরে লুকাইয়া থাক। এই বলিয়া, সে আপন কুটীর দেখাইয়া দিল। শৃগাল কুটীরে প্রবেশ করিয়া এক কোণে লুকাইয়া রহিল। ব্যাধেরা, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষককে জিজ্ঞাসিল, ওহে ভাই, এদিকে একটা শৃগাল আসিয়াছিল, কোন্ দিকে গেল, বলিতে পার? সে কিছুই না বলিয়া কুটীরের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিল। তাহারা কৃষকের সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাধেরা প্রস্থান করিলে পর, শৃগাল কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া, চুপে চুপে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কৃষক, ভর্ৎসনা করিয়া শৃগালকে বলিল, যাহা হউক, ভাই, তুমি বড় ভদ্র! আমি বিপদের সময়, আশ্রয় দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিলাম। কিন্তু তুমি, যাইবার সময়, আমায় একটা কথার সম্ভাষণও করিলে না। শৃগাল বলিল, ভাই হে, তুমি কথায় যেমন ভদ্রতা করিয়াছিলে, যদি অঙ্গুলিতে সেইরূপ ভদ্রতা করিতে, তাহা হইলে, আমিও তোমার নিকট বিদায় না লইয়া, কদাচ কুটীর হইতে চলিয়া যাইতাম না।

এক কথায় যত মন্দ হয়, এক ইঙ্গিতেও তত মন্দ হইতে পারে।

ব্যাধগণ—শিকারিগণ।
আশ্রয়—থাকিবার স্থান।
এ যাত্রা—এবার।
পরিত্রাণ—রক্ষা, নিষ্কৃতি।
অবিলম্বে—শীঘ্র, সত্বর।
সঙ্কেত—ইসারা, ইঙ্গিত।
চুপে চুপে—নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে।
ভর্ৎসনা—তিরস্কার।
বিপদ—আপদ।
সম্ভাষণ—আলাপ।
ভদ্রতা—শিষ্টাচার, শিষ্টতা।
বিদায়—গমনানুমতি।

কাক ও জলের কলসী।

এক তৃষ্ণার্ত্ত কাক, দূর হইতে জলের কলসী দেখিতে পাইয়া, আহ্লাদিত হইয়া, ঐ কলসীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জলপান করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, কলসীর ভিতর ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিল। কিন্তু,

কলসীতে জল অনেক নীচে ছিল, এজন্য, কোনও মতে, সে পান করিতে পারিল না। তখন সে প্রথমতঃ কলসী

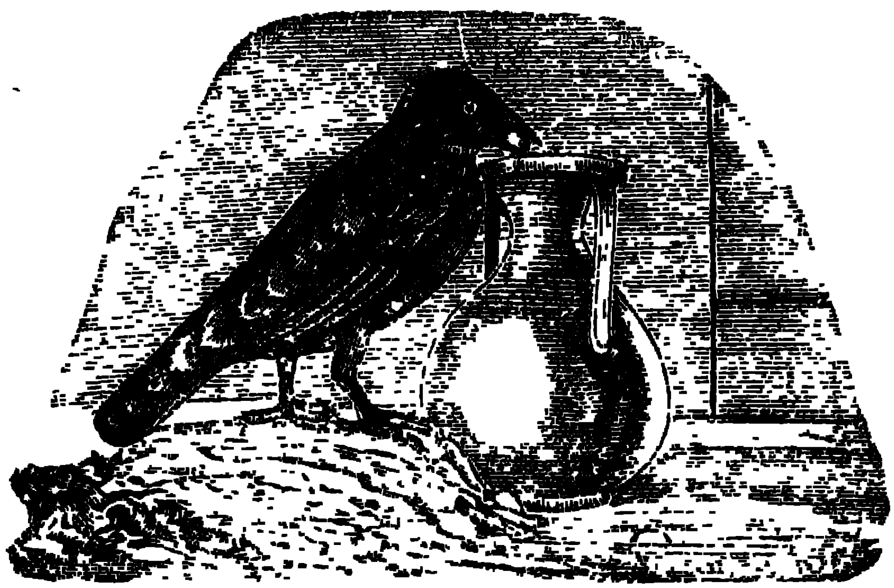

ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইল; পরে কলসী উল্টাইয়া দিয়া, জলপান করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু, বলের অল্পতাপ্রযুক্ত, তাহার কোন চেষ্টাই সফল হইল না। অবশেষে, কতকগুলি নুড়ি, সেই খানে পড়িয়া আছে দেখিয়া এক একটী করিয়া সমুদয় নুড়িগুলি কলসীর ভিতরে ফেলিল। তলায় নুড়ি পড়াতে জল কলসীর মুখের গোড়ায় উঠিল; তখন কাক ইচ্ছামত জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

বলে যাহা সম্পন্ন না হয়, কৌশলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে! কাজ আটকাইলে বুদ্ধি যোগায়।

তৃষ্ণার্ত্ত—পিপাসায় কাতর। আহ্লাদিত—আনন্দিত, সন্তুষ্ট।

অল্পতা—কম, ন্যূনতা। প্রযুক্ত—হেতু, জন্য।

সফল—কৃতকার্য্য, সার্থক। ইচ্ছামত—ইচ্ছানুযায়ী।
তৃষ্ণা—পিপাসা। নিবারণ—দূর।
সম্পন্ন—সমাহিত, সাধিত। কৌশলে—ফিকিরে।

উদর ও অন্যান্য অবয়ব।

কোনও সময়ে হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব সকল মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, দেখ ভাই সকল, আমরা নিয়ত পরিশ্রম করি; কিন্তু উদর কখনও পরিশ্রম করে না। সে সর্ব্বক্ষণ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, আমরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, তাহার পরিচর্য্যা করিতেছি। সে নিয়ত আলস্যে কালহরণ করিবে, আমরা কেন তাহার পরিচর্য্যা করিব। অতএব, আইস, সকলে প্রতিজ্ঞা করি, আজ অবধি আমরা আর উদরের সাহায্য করিব না।

এই চক্রান্ত করিয়া, তাহারা পরিশ্রম ছাড়িয়া দিল। পা আর আহার স্থানে যায় না; হাত আর মুখে আহার তুলিয়া দেয় না; মুখ আর আহার গ্রহণ করে না; দন্ত আর ভক্ষ্য বস্তুর চর্ব্বণ করে না। উদরকে জব্দ করিবার চেষ্টায়, দুই চারি দিন এইরূপ করিলে, শরীর শুষ্ক হইয়া আসিল; অবয়ব সকল এত নিস্তেজ হইয়া পড়িল যে, প্রায় নড়িবার শক্তি রহিল না। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, যদিও উদর পরিশ্রম করে না বটে, কিন্তু উদর

প্রধান অবয়ব; উদরের পরিচর্য্যার জন্য পরিশ্রম না করিলে, সকলকেই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইতে হইবে। আমরা পরিশ্রম করিয়া কেবল উদরের সাহায্য করি, এমন নহে। উদরের পক্ষে, যেমন অন্য অন্য অবয়বের সাহায্য আবশ্যক, অন্য অন্য অবয়বের পক্ষেও, সেইরূপ উদরের সাহায্য আবশ্যক। যদি সুস্থ থাকা আবশ্যক হয়, সকল অবয়বকেই স্ব স্ব নিয়মিত কর্ম্ম করিতে হইবে, নতুবা কাহারও ভদ্রস্থতা নাই।

অবয়ব—অঙ্গ, শরীর, দেহ।
নিশ্চিন্ত—নির্ভাবনা।
পরিচর্য্যা—সেবা, শুশ্রূষা।
চক্রান্ত—ষড়্‌যন্ত্র, যুক্তি।
নিস্তেজ—বলহীন, দুর্ব্বল।
নিয়মিত—নিয়মমত।
পরামর্শ—যুক্তি, মন্ত্রণা।
প্রাণপণে—প্রাণান্ত স্বীকারে।
আলস্য—অলসতা, কুড়েমি।
ভক্ষ্যবস্তু—খাবার জিনিস।
সুস্থ—নীরোগ।
ভদ্রস্থতা—মঙ্গল, শুভ।

একচক্ষু হরিণ।

এক একচক্ষু হরিণ, সতত নদীর তীরে চরিয়া বেড়াইত। নদীর দিকে ব্যাধ আসিবার আশঙ্কা নাই এই স্থির করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, স্থলের দিকে ব্যাধ আসিবার ভয়ে, সে সতত সেই দিকে দৃষ্টি রাখিত। দৈবযোগে, এক দিবস, কোনও ব্যাধ নৌকায় চড়িয়া যাইতেছিল। সে দূর হইতে ঐ হরিণকে চরিতে দেখিয়া, উহাকে লক্ষ্য করিয়া,

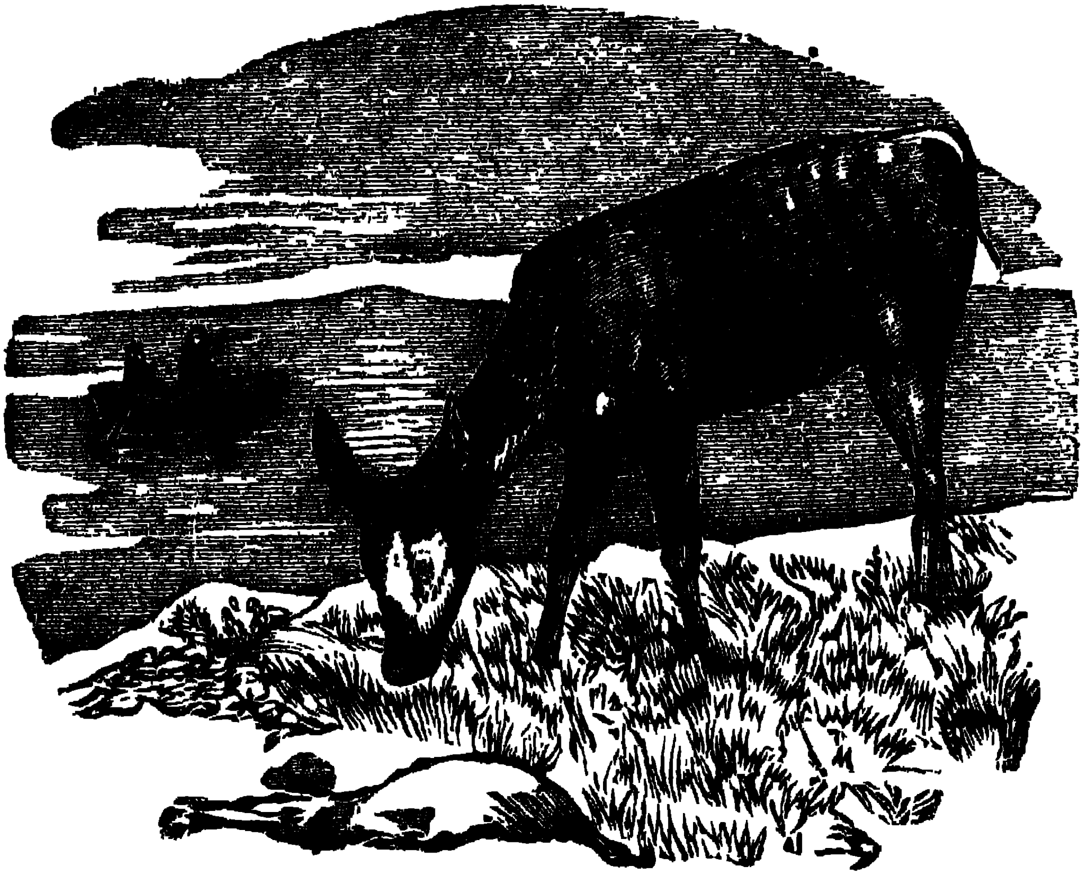

শর-নিক্ষেপ করিল। হরিণ মনে মনে এই ভাবিয় প্রাণত্যাগ করিল, আমি যেদিকে বিপদের আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতাম, সেদিকে বিপদের কোন কারণ উপস্থিত হইল না; কিন্তু যেদিকে বিপদের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া, নির্ভাবনায় ছিলাম, সেই দিক্ হইতেই শত্রু আসিয় আমার প্রাণসংহার করিল।

৮ একচক্ষু—একটী চক্ষুবিশিষ্ট। নদীতীরে—নদীর ধারে।
নিশ্চিন্ত—নির্ভাবনা, চিন্তাশূন্য। দৃষ্টি—নজর।
দৈবযোগে—হঠাৎ, সহসা। লক্ষ্য—তাগ, উদ্দেশ।
প্রাণত্যাগ করিল—মরিল। সতর্ক—সাবধান।
নির্ভাবনায়—ভয়শূন্যমনে। প্রাণসংহার—জীবনবিনাশ, প্রাণবধ

নেকড়ে বাঘ ও মেষের পাল।

কোনও স্থানে কতকগুলি মেষ চরিত। কতিপয় বলবান্ কুকুর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। ঐ সকল কুকুরের ভয়ে, নেকড়ে বাঘ, মেষদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। একদা বাঘেরা পরামর্শ করিল, এই সকল কুকুর থাকিতে, আমরা কিছুই করিতে পারিব না; কৌশল করিয়া ইহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে, আমাদের সুবিধা নাই। অতএব যাহাতে ইহারা মেষগণের নিকট হইতে যায়, এমন কোন উপায় করা আবশ্যক।

এই স্থির করিয়া, তাহারা, মেষগণের নিকট বলিয়া পাঠাইল, আইস, আমরা অতঃপর সন্ধি করি। কেন চিরকাল পরস্পর বিবাদ করিয়া মরি। যে সকল কুকুর তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহারাই সমস্ত বিবাদের মূল। তাহারা অনবরত চীৎকার করে, তাহাতেই আমাদের বিষম কোপ জন্মে। তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দাও; তাহা হইলে, চিরকাল আমাদের পরস্পর সদ্ভাব থাকিবে। নির্ব্বোধ মেষগণ, এই কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, কুকুরদিগকে বিদায় করিয়া দিল। এইরূপে তাহারা রক্ষকশূন্য হওয়াতে, বাঘেরা অনায়াসে তাহাদের প্রাণসংহার করিয়া ইচ্ছামত উদরপূর্ত্তি করিল।

শত্রুর কথায় ভুলিয়া, হিতৈষী বন্ধুকে দূর করিয়া দিলে, নিশ্চিত বিপদ্ ঘটে।

বলবান্—বলশালী, বলিষ্ঠ।	পর্য্যবেক্ষণ করিতে—চৌকি দিতে।
পরামর্শ—মন্ত্রণা, মতলব।	কৌশল—ফিকির।
সুবিধা—সুযোগ।	আবশ্যক—দরকারী, প্রয়োজনীয়।
অতঃপর—ইহার পর, এখন হইতে।	সন্ধি করি—মিল করি, ভাব করি।
চিরকাল—যাবজ্জীবন।	পরস্পর—আপনা আপনি।
বিবাদের মূল—ঝগড়ার গোড়া।	অনবরত—সর্ব্বদা।
বিষম—অত্যন্ত, খুব।	কোপ—রাগ।
সদ্ভাব—প্রণয়।	কুমন্ত্রণা—কুপরামর্শ, মন্দ মতলব।
প্রাণসংহার করিয়া—মারিয়া।	উদরপূর্ত্তি করিল—পেটপূর্ণ করিল।
হিতৈষী—শুভাকাঙ্ক্ষী।	নিশ্চিত—নিঃসন্দেহ।

তাৎপর্য্য।—যাহারা আত্মীয় বিচ্ছেদ করাইয়া দেয়, তাহারা ঘোর শত্রু।

দুই পথিক ও ভালুক।

দুই বন্ধুতে মিলিয়া পথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে সেই সময়, তথায় এক ভালুক উপস্থিত হইল। বন্ধুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ভালুক দেখিয়া, অতিশয় ভয় পাইয়া, নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে আরোহণ করিল; কিন্তু বন্ধুর কি দশা ঘটিল, তাহা একবারও ভাবিল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি, আর কোনও উপায় না দেখিয়া, একাকী ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসাধ্য ভাবিয়া, মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া রহিল। কারণ সে পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, ভালুক মরা মানুষ ছোঁয় না।

ভালুক আসিয়া, তাহার নাক, কাণ, মুখ, চোখ ও

বুকের পরীক্ষা করিল, এবং তাহাকে মৃত স্থির করিয়া চলিয়া গেল। ভালুক চলিয়া গেলে পর, প্রথম ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে নামিয়া, বন্ধুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসিল, ভাই, ভালুক তোমায় কি বলিয়া গেল। আমি দেখিলাম, সে তোমার কাণের কাছে, অনেকক্ষণ মুখ রাখিয়াছিল।

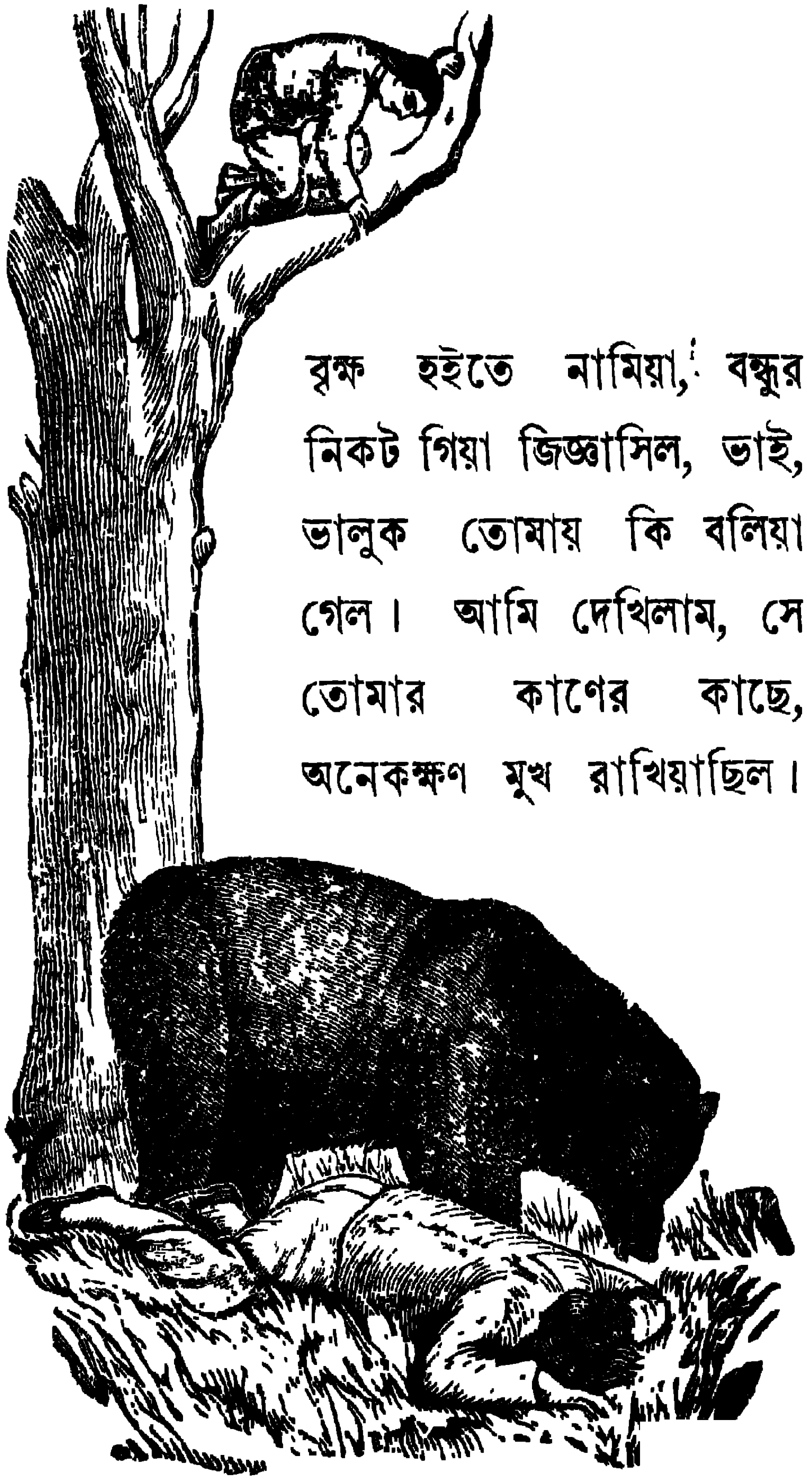

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ভালুক আমায় এই কথা বলিয়া গেল, যে বন্ধু বিপদের সময় ফেলিয়া পালায়, আর কখনও তাহার সহিত আলাপ করিও না।

পথিক—পান্থ, ভ্রমণকারী।
দশা—অবস্থা।
অসাধ্য—দুষ্কর, সাধ্যাতীত।
ভূতলে—ভূপৃষ্ঠে অর্থাৎ ভূমিতে।
মৃত—মরা।
দৈবযোগে—হঠাৎ।
উপায়—প্রতিকারের পথ।
মৃতবৎ—মড়ার মত।
পরীক্ষা—ভাল করিয়া দেখা।
আলাপ—কথাবার্ত্তা, কথোপকথন।

বিধবা ও কুক্কুটী।

কোনও গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান বিধবা বাস করিত। সে কয়েকটী কুক্কুট কুক্কুটী পুষিয়াছিল। কুক্কুটীরা প্রত্যহ যে ডিম পাড়িত, সে ঐ ডিম লইয়া নিকটস্থ হাটে বিক্রয় করিত। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সে কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জ্জন করিত। সকল কুক্কুটী অপেক্ষা একটী কুক্কুটীকে ঐ দরিদ্র রমণী ভালবাসিত, কারণ ঐ কুক্কুটী প্রত্যহ প্রভাতে একটী করিয়া ডিম পাড়িত। বিধবা এই জন্য উহাকে অন্যান্য কুক্কুটী অপেক্ষা প্রত্যহ অধিক ধান খাইতে দিত। একদিন বিধবা ভাবিল, যদি ঐ সামান্য ধান খাইয়া কুক্কুটী প্রত্যহ একটী করিয়া ডিম পাড়ে, তাহা হইলে যদি সে প্রত্যহ উহার আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহা হইলে কুক্কুটী নিশ্চিতই প্রত্যহ

দুইটী করিয়া ডিম পাড়িবে, আর তাহা হইলে, সে সেই ডিম বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বিধবা সেই দিন হইতে সেই প্রিয় কুক্কুটীর আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। প্রথম দুই তিন দিন কুক্কুটী পূর্ব্ববৎ ডিম পাড়িল। কিন্তু তাহার পর অধিক আহারের ফলে ক্রমে যতই হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল, ততই দুই এক দিন অন্তর ডিম পাড়িতে লাগিল। শেষে কুক্কুটী এত অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পড়িল যে, একেবারে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দিল। তখন বিধবা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "হায়! আমি বুদ্ধির দোষে লোভ করিতে গিয়া সব হারাইলাম।"

অতি লোভ অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

বিধবা—স্বামিহীনা। কুক্কুটী—স্ত্রী-মোরগ।
দরিদ্র—গরীব। প্রত্যহ—প্রতিদিন।
বিক্রয়লব্ধ—বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায়।

সিংহ, গর্দ্দভ ও শৃগালের শিকার।

এক সিংহ, এক গর্দ্দভ, এক শৃগাল, এই তিনে মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। শিকার সমাপ্ত হইলে পর, তাহারা যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইয়া, ইচ্ছামত আহার করিবার মানস করিল। সিংহ, গর্দ্দভকে ভাগ করিতে

আজ্ঞা দিল। তদনুসারে গর্দ্দভ তিন ভাগ সমান করিয়া, স্বীয় সহচরদিগকে এক এক ভাগ লইতে বলিল। সিংহ, অতিশয় কুপিত হইয়া, নখরপ্রহার দ্বারা, গর্দ্দভকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

পরে সিংহ, শৃগালকে ভাগ করিতে বলিল। শৃগাল অতি ধূর্ত্ত; গর্দ্দভের ন্যায় নির্ব্বোধ নহে। সে সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সিংহের ভাগে সমুদয় রাখিয়া, আপন ভাগে কিঞ্চিৎমাত্র রাখিল। তখন সিংহ, সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, সখে, কে তোমায় এরূপ ন্যায্য ভাগ করিতে শিখাইল? শৃগাল বলিল, যখন গর্দ্দভের দশা স্বচক্ষে দেখিলাম, তখন অপর শিক্ষার প্রয়োজন কি?

শিকাব করিতে—পশু মারিতে
যথাযোগ্য—উচিতমত, অনুরূপ।
তদনুসারে—সেই অনুযায়ী।
সহচরদিগকে—সঙ্গীদিগকে।
স্বচক্ষে—নিজের চক্ষুতে।
অভিপ্রায়—মতলব, মনের ইচ্ছা।
সখে—বন্ধো, মিত্র।
সমাপ্ত—শেষ, সম্পন্ন।
ইচ্ছামত—স্বেচ্ছানুযায়ী।
স্বীয়—আপনার।
কুপিত হইয়া—রাগিয়া।
প্রয়োজন—দরকার।
কিঞ্চিৎমাত্র—অল্পমাত্র।
ন্যায্য—ন্যায়মত, উপযুক্ত, ঠিক

খরগস ও শিকারী কুকুর।

কোন জঙ্গলে, এক শিকারী কুকুর, একটী খরগসকে ধরিবার নিমিত্ত, তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। খরগস, প্রাণের ভয়ে এত দ্রুত দৌড়িতে লাগিল যে, কুকুর অতি বেগে

দৌড়িয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না ; খরগস, একেবারে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। এক রাখাল, এই তামাসা দেখিতেছিল ; সে উপহাস করিয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য ! খরগস অতি ক্ষীণ জন্তু হইয়াও, কুকুরকে, বেগে পরাজিত করিল। ইহা শুনিয়া, কুকুর বলিল, ভাই হে, প্রাণের ভয়ে দৌড়ান, আর আহারের চেষ্টায় দৌড়ান, এ উভয়ের কত অন্তর, তা তুমি জান না।

জঙ্গলে—বনে, কাননে, অরণ্যে। অতিবেগে—অত্যন্ত জোরে।
দৃষ্টির—নজরের। উপহাস—বিদ্রূপ, ঠাট্টা।
আশ্চর্য্য—চমৎকার, বিস্ময়। ক্ষীণ জন্তু—দুর্ব্বল প্রাণী।
পরাজিত—পরাস্ত, পরাভূত। অন্তর—প্রভেদ, তফাৎ।

খরগস ও কচ্ছপ।

কচ্ছপ, স্বভাবতঃ অতি আস্তে চলে, এজন্য এক খরগস, কোন কচ্ছপকে উপহাস করিতে লাগিল। কচ্ছপ, খরগসের উপহাস বাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ভাল, ভাই, কথায় কাজ নাই, দিন স্থির কর ; ঐ দিনে দুজনে একসঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিব ; দেখা যাবে, কে আগে নিরূপিত স্থানে পঁহুছিতে পারে। খরগস বলিল, অন্য দিনের আবশ্যক কি ; আইস, আজই দেখা যাউক ; এখনই বুঝা যাইবে, কে কত চলিতে পারে।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, উভয়ে এককালে একস্থান

হইতে চলিতে আরম্ভ করিল। কচ্ছপ, আস্তে আস্তে চলিত বটে; কিন্তু, চলিতে আরম্ভ করিয়া, একবারও

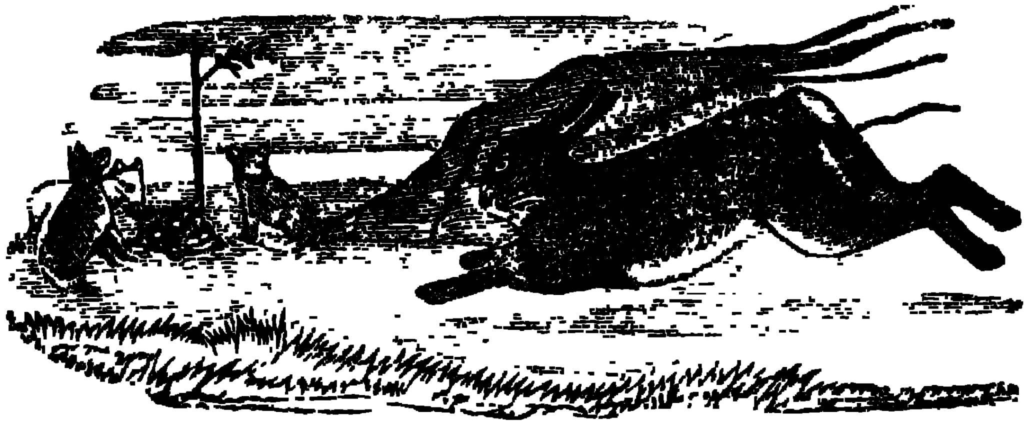

না থামিয়া, অবাধে চলিতে লাগিল। খরগস, অতি দ্রুত চলিতে পারিত; এজন্য মনে করিল, কচ্ছপ যত চলুক না কেন, আমি আগে পঁহুছিতে পারিব। এই স্থির করিয়া, খানিক দূর গিয়া, শ্রমবোধ হওয়াতে, সে নিদ্রা গেল; নিদ্রাভঙ্গের পর, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিল, কচ্ছপ তাহার অনেক পূর্ব্বে পঁহুছিয়াছে।

স্বভাবতঃ—স্বাভাবিক।
নিরূপিত—নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধারিত।
অবাধে—নিরাপদে, নির্ব্বিঘ্নে।
নিদ্রাভঙ্গের—ঘুম ভাঙ্গিবার।
উপহাস বাক্য—ঠাট্টার কথা।
প্রতিজ্ঞা—পণ, অঙ্গীকার।
শ্রমবোধ—ক্লান্তিবোধ।
নির্দ্দিষ্ট—নির্দ্ধারিত, নিরূপিত।

কৃষক ও কৃষকের পুত্রগণ।

এক কৃষক, কৃষিকর্ম্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে পুত্রদিগকে ঐ সকল কৌশল শিখাইবার

নিমিত্ত, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে বলিল, হে পুত্ত্রগণ, আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক ভূমিতে সন্ধান করিলে পাইবে। পুত্ত্রেরা মনে করিল, ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা গুপ্তধনের লোভে, সেই সকল ভূমি অতিশয় খনন করিল। এইরূপে যার পর নাই পরিশ্রম করিয়া, তাহারা গুপ্তধন কিছুই পাইল না বটে; কিন্তু ঐ সকল ভূমির অতিশয় খনন হওয়াতে সে বৎসর এত শস্য জন্মিল যে, গুপ্তধন না পাইয়াও তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাইল।

কৌশল—ফন্দী, ফিকির।
অবগত—জ্ঞাত, বিদিত।
ইহলোক—এই পৃথিবী।
সংস্থান—সঞ্চয়।
অনুসন্ধান—অন্বেষণ, তল্লাস।
অভ্যন্তরে—মধ্যে, ভিতরে।
গুপ্ত—লুক্কায়িত, লুকান।
গুপ্তধনের—লুকান অর্থের।
যার পর নাই—যৎপরোনাস্তি।
সম্পূর্ণ—উপযুক্ত, আশানুযায়ী।

বৃদ্ধানারী ও চিকিৎসক।

এক বৃদ্ধানারীর চক্ষু নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল; এজন্য তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। নিকটে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। বৃদ্ধা, তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয়, আমার চক্ষুর দোষ জন্মিয়াছে,

আমি কিছু দেখিতে পাই না ; আপনি আমার চক্ষু ভাল করিয়া দিন ; আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব ; কিন্তু ভাল করিতে না পারিলে, আপনি কিছুই পাইবেন না।

চিকিৎসক, বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া, চিকিৎসকের লোভ জন্মিল। তিনি স্থির করিলেন, প্রতিদিন ইহাকে দেখিতে আসিব, এবং এক একটী দ্রব্য লইয়া যাইব। এজন্য, যাহাতে শীঘ্র তাহার পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন। পরে একে একে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া, তিনি রীতিমত ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার চক্ষু অল্পদিনেই পূর্ব্ববৎ নির্দ্দোষ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, তাহার একটীও নাই ; অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, চিকিৎসক একে একে সমুদয় লইয়া গিয়াছেন।

একদিন, চিকিৎসক বৃদ্ধাকে বলিলেন, আমার চিকিৎসায় তোমার পীড়ার শান্তি হইয়াছে। পীড়ার শান্তি হইলে, আমায় পুরস্কার দিবে বলিয়াছিলে। এক্ষণে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া, আমায় বিদায় কর। বৃদ্ধা, চিকিৎসকের আচরণে অতিশয়

অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এজন্য কোনও উত্তর দিলেন না। চিকিৎসক বারংবার চাহিয়াও পুরস্কার না পাইয়া, বৃদ্ধার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। বৃদ্ধা বিচারকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং চিকিৎসককে স্পষ্ট বাক্যে চোর না বলিয়া কৌশল করিয়া কহিলেন, কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যদি আমার চক্ষু পূর্ব্ববৎ হয়, কোনও দোষ না থাকে, তবে উঁহাকে পুরস্কার দিব। উনি বলিতেছেন, আমার চক্ষু নির্দ্দোষ হইয়াছে। কিন্তু আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার চক্ষু নির্দ্দোষ হয় নাই। কারণ, যখন আমার চক্ষুর দোষ জন্মে নাই, আমার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, সে সমস্ত দেখিতে পাইতাম। পরে চক্ষুর দোষ জন্মিলে, সে সকল দেখিতে পাই নাই; এখনও সে সকল দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে উঁহার চিকিৎসায় আমার চক্ষু নির্দ্দোষ হইয়াছে, আমার সেরূপ বোধ হইতেছে না। এক্ষণে আপনাদের বিচারে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

বিচারকেরা বৃদ্ধার উক্ত বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, হাস্যমুখে তাঁহাকে বিদায় দিলেন, এবং যথোচিত তিরস্কার করিয়া চিকিৎসককে বিচারালয় হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

চিকিৎসক—যে চিকিৎসা করে
শান্তি—উপশম, ভাল।
নির্দ্দোষ—দোষশূন্য।
আচরণে—ব্যবহারে।
বিচারালয়ে—আদালতে।
বিচারক—বিচারকর্ত্তা।
অঙ্গীকার—স্বীকার, প্রতিশ্রুতি।
প্রসিদ্ধ—বিখ্যাত, নামজাদা।
পূর্ব্ববৎ—আগেকার মত।
প্রতিশ্রুত—অঙ্গীকৃত।
বারংবার—অনবরত, বার বার।
অভিযোগ—নালিশ।
স্পষ্টবাক্যে—স্পষ্ট কথায়।
মর্ম্ম—যথার্থ ভাব

শশকগণ ও ভেকগণ

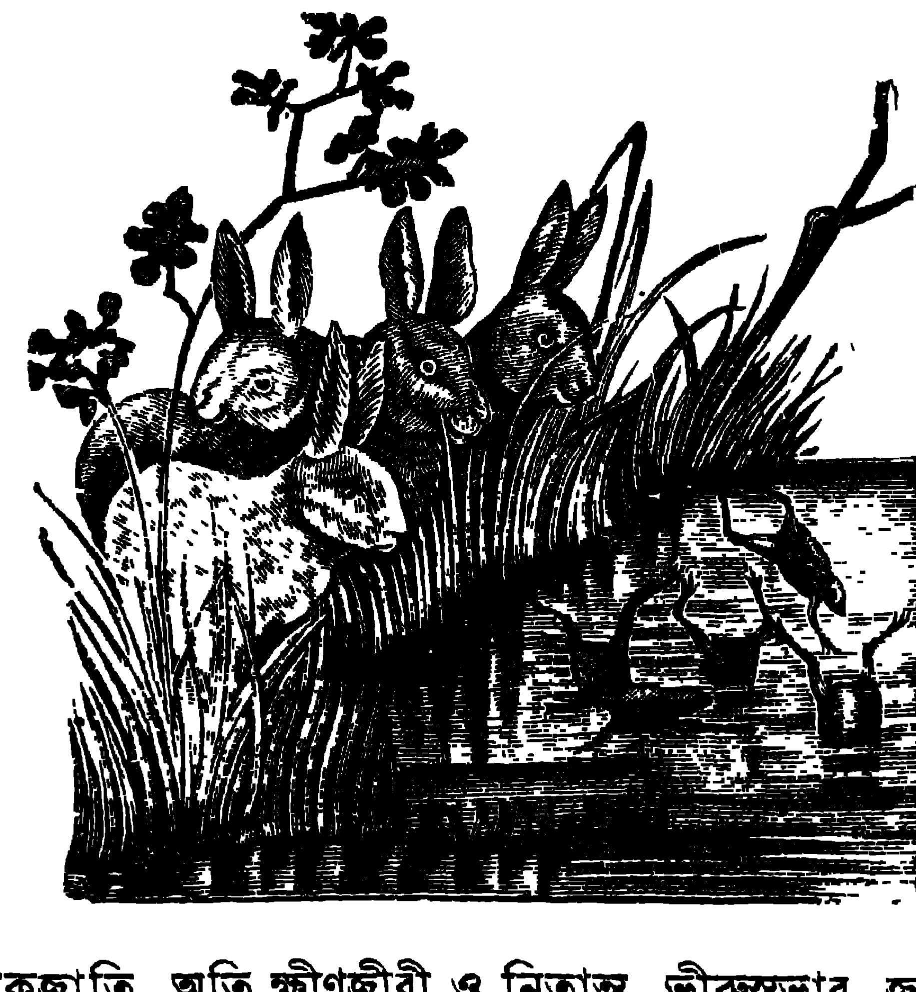

শশকজাতি অতি ক্ষীণজীবী ও নিতান্ত ভীরুস্বভাব জন্তু; প্রবল জন্তুগণ দেখিতে পাইলেই, তাহাদের প্রাণবধ করিয়া,

মাংসভক্ষণ করে। এই দৌরাত্ম্য বশতঃ, তাহাদিগকে, প্রাণভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়। এজন্য একদিন তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিয়া প্রাণধারণ করা অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অতএব, যেরূপে হউক, অদ্যই আমরা প্রাণত্যাগ করিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, নিকটবর্ত্তী হ্রদে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে, সকলে মিলিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কতকগুলি ভেক, সেই হ্রদের তীরে বসিয়া ছিল; তাহারা, শশকগণ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, জলে লাফাইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া সকলের অগ্রসর শশক, স্বীয় সহচরদিগকে বলিল, দেখ বন্ধুগণ, আমরা যত ভয় পাইয়াছি, ও যত নিরুপায় ভাবিয়াছি, তত করা উচিত নয়। তোমরা এখানে আসিয়া কতকগুলি প্রাণী দেখিলে; উহারা আমাদের অপেক্ষাও ক্ষীণজীবী ও ভীরুস্বভাব।

তোমার অবস্থা যতই মন্দ হউক না কেন, অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে, তাহার সহিত তুলনা করিলে, তোমার অবস্থা অনেক ভাল বোধ হইবে।

ক্ষীণজীবী—দুর্ব্বল, অল্পপ্রাণ।
দৌরাত্ম্যবশতঃ—উৎপাতের জন্য।
শঙ্কিত—ভীত।
শ্রেয়ঃ—ভাল, মঙ্গলজনক।
প্রতিজ্ঞা—পণ, অঙ্গীকার।
হ্রদ—অকৃত্রিম জলাশয়।
অগ্রসর—অগ্রগামী।
সহচরদিগকে—সঙ্গী-সকলকে।
ভীরুস্বভাব—ভীত।
নিরুপায়—উপায়হীন।

কৃষক ও সারস।

কতকগুলি বক, প্রতিদিন ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়া যাইত। তাহা দেখিয়া কৃষক, বক ধরিবার নিমিত্ত, ক্ষেত্রে জাল পাতিয়া রাখিল। পরে, সে জাল তদারক করিতে গিয়া দেখিল, কতকগুলি বক জালে পড়িয়া আছে, এবং একটী সারসও সেই সঙ্গে জালে পড়িয়াছে। তখন সারস, কৃষককে বলিল, ভাই কৃষক, আমি বক নহি; আমি তোমার শস্য নষ্ট করি নাই; আমায় ছাড়িয়া দাও। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার কোনও অপরাধ নাই। যত পক্ষী আছে, আমি সে সকল অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মপরায়ণ। আমি কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করি না। আমি বৃদ্ধ পিতা মাতার যার পর নাই সম্মান করি, এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, প্রাণপণে তাঁহাদের ভরণ পোষণ করি। তখন কৃষক বলিল, শুন সারস, তুমি যে সকল কথা বলিলে, সে সকল যথার্থ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা আমার শস্য নষ্ট করে, তুমি তাহাদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছ; এজন্য তোমায় তাহাদের সঙ্গে শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ, যথার্থ সাধুদিগকেও, সঙ্গদোষে বিপদে পড়িতে হয়।

প্রতিদিন—প্রত্যহ, রোজ রোজ। নষ্ট—অপচয়, হানি, ক্ষতি।

তদারক—দেখাশুনা, অনুসন্ধান। ধর্ম্মপরায়ণ—ধার্ম্মিক।
অনিষ্ট—ক্ষতি, হানি। প্রাণপণে—সাধ্যানুসারে।
শাস্তিভোগ—সাজা লওয়া। অশেষ—অসীম, অত্যন্ত।
সাধু—পুণ্যাত্মা, ধার্ম্মিক, সৎ। সঙ্গদোষে—সহবাসজনিত দোষে।

গৃহস্থ ও তাহার পুত্রগণ।

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কতিপয় পুত্র ছিল। পুত্রদের পরস্পর সদ্ভাব ছিল না। তাহারা সতত বিবাদ করিত। গৃহস্থ সর্ব্বদাই তাহাদিগকে বুঝাইতেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা শুনিত না। তখন তিনি এই স্থির করিলেন, কেবল কথায় না বলিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইলে, ইহারা বিবাদে ক্ষান্ত হইতে পারে। অনন্তর তিনি পুত্রদিগকে আপন নিকটে ডাকিয়া আনিলেন, এবং কতকগুলি কঞ্চি আনিয়া আঁটি বাঁধিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ সেইরূপ করিলে, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, বাপু, এই কঞ্চির আঁটিটী ভাঙ্গিয়া ফেল। সে দুই হাতে দুই পাশ ধরিয়া, মাঝখানে পা দিয়া, ভাঙ্গিবার বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিল না।

এইরূপে একে একে সকল পুত্রকেই সেই কঞ্চির আঁটি ভাঙ্গিতে বলিলেন। সকলেই চেষ্টা পাইল, কেহই ভাঙ্গিতে পারিল না। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কঞ্চির

আঁটি খুলিয়া, এক গাছা হাতে লইয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন গৃহস্থ পুত্রদিগকে বলিলেন, দেখ বৎসগণ, এইরূপ যত দিন তোমরা, পরস্পর সদ্ভাবে একসঙ্গে থাকিবে, তত দিন শত্রু-পক্ষ তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইলেই, তোমরা উচ্ছিন্ন হইবে।

গৃহস্থ—গৃহী।
বিবাদ—ঝগড়া, কলহ।
দৃষ্টান্ত—উদাহরণ।
শত্রুপক্ষ—বিপক্ষ।
সদ্ভাব—প্রণয়, মিল।
স্থির—সিদ্ধান্ত।
ক্ষান্ত—নিবৃত্ত।
উচ্ছিন্ন হইবে—ধ্বংস হইবে।

কচ্ছপ ও ঈগলপক্ষী।

পক্ষীরা অনায়াসে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়; কিন্তু আমি পারি না; ইহা ভাবিয়া, এক কচ্ছপ অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া স্থির করিল, যদি কেহ আমায় একবার আকাশে উড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমিও পক্ষীদের মত স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতে পারি। অনন্তর, সে এক ঈগল পক্ষীর নিকটে গিয়া বলিল, ভাই, যদি তুমি দয়া করিয়া, আমায় একটী বার আকাশে উঠাইয়া দাও, তাহা হইলে সমুদ্রের গর্ভে যত রত্ন আছে, সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া তোমায় দি। আকাশে উড়িযা বেড়াইতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।

ঈগল কচ্ছপের অভিপ্রায় ও প্রার্থনা শুনিয়া বলিল, শুন কচ্ছপ, তুমি যে মানস করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হওয়া

অসম্ভব। ভূচর জন্তু, কখনও খেচরের ন্যায় আকাশে উড়িতে পারে না। তুমি এ অভিপ্রায় ছাড়িয়া দাও। আমি যদি তোমায় আকাশে উঠাইযা দি, তুমি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে, এবং হয় ত ঐ পড়াতেই তোমার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। কচ্ছপ ক্ষান্ত হইল না, বলিল, তুমি আমায় উঠাইয়া দাও; আমি উড়িতে পারি, উড়িব;

না উড়িতে পারি, পড়িয়া মরিব; তোমাকে সে ভাবনা করিতে হইবে না। এই বলিয়া, কচ্ছপ অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন ঈগল ঈষৎ হাস্য করিয়া কচ্ছপকে লইয়া অনেক ঊর্দ্ধে উঠিল, এবং তবে তুমি উড়িতে আরম্ভ কর, এই বলিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়িয়া দিবামাত্র, কচ্ছপ এক পাহাড়ের উপর পড়িল, এবং যেমন পড়িল, তাহার সর্ব্বশরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়।
নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।

আন্দোলন করিয়া—চিন্তা করিয়া। উদ্ধৃত—উত্তোলিত, উত্থিত।
সিদ্ধ—সম্পন্ন, পূর্ণ। অসম্ভব—যাহা হইতে পারে না।
ভূচর—ভূমিতে বিচরণকারী। খেচর—শূন্যে বিচরণকারী।
অভিপ্রায—মতলব, অভিলাষ। প্রাণত্যাগ—মৃত্যু, মরণ।

অশ্ব ও অশ্বারোহী।

এক অশ্ব একাকী মাঠে চরিযা বেড়াইত। কিছু দিন পরে, এক হরিণ সেই মাঠে আসিয়া, চরিতে আরম্ভ করিল, এবং ইচ্ছামত ঘাস খাইযা অবশিষ্ট ঘাস নষ্ট করিযা ফেলিতে লাগিল। তাহাতে অশ্বের আহার বিষয়ে, অতিশয় অসুবিধা ঘটিল। অশ্ব হরিণকে জব্দ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে, সে, এক মনুষ্যকে

নিকটে দেখিয়া বলিল, ভাই, হরিণ আমার বড় অপকার করিতেছে, ইহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। যদি এ বিষয়ে সাহায্য কর, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট উপকার হয়। তখন মনুষ্য বলিল, ইহার ভাবনা কি! তুমি আমায়, তোমার মুখে লাগাম দিয়া, পিঠে উঠিতে দাও, তাহা হইলেই আমি অস্ত্র লইয়া, তোমার শত্রু দমন করিতে পারিব। অশ্ব সম্মত হইল। মনুষ্য তৎক্ষণাৎ অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। কিন্তু, হরিণের দমন করিতে না গিয়া, সে অশ্বকে আপন আলয়ে লইয়া গেল। তদবধি, অশ্বগণ মনুষ্যজাতির বাহন হইল।

অশ্বারোহী—ঘোড়সওয়ার। অপকার—অনিষ্ট, ক্ষতি।
সমুচিত—উচিত, উপযুক্ত। সাহায্য—সহায়তা।
পৃষ্ঠে আরোহণ করিল—পিঠে চড়িল। তদবধি—সেই সময় হইতে।

কুক্কুরদষ্ট মনুষ্য।

এক ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। সে অতিশয় ভয় পাইয়া, যাহাকে সম্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই, আমায় কুকুরে কামড়াইয়াছে; যদি কিছু ঔষধ জান, আমায় দাও। তাহার এই কথা শুনিয়া, কোনও ব্যক্তি বলিল, যদি ভাল হইতে চাও, আমি যা বলি, তা কর। সে বলিল, যদি ভাল হইতে পারি, তুমি

যাহা বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, কুকুরের কামড়ে যে ক্ষত হইয়াছে, ঐ ক্ষতের রক্তে রুটির টুক্‌রা ভিজাইয়া, যে কুকুর কামড়াইয়াছে, তাহাকে খাইতে দাও; তাহা হইলে তুমি নিঃসন্দেহে ভাল হইবে। কুক্কুরদষ্ট ব্যক্তি শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ভাই, যদি তোমার এই পরামর্শ অনুসারে চলি, তাহা হইলে, এই নগরে যত কুকুর আছে, তাহারা সকলেই রক্তমাখা রুটির লোভে, আমায় কামড়াইতে আরম্ভ করিবে।

কুক্কুরদষ্ট—যাহাকে কুকুরে কামড়াইয়াছে। নিঃসন্দেহ—নিশ্চয়ই।
লোভে—প্রত্যাশায়, লালসায়। নগর—সহর।

ভল্লুক ও শৃগাল।

কোনও বনে এক ভল্লুক ও এক শৃগাল বাস করিত। উহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। একদিন উভয়ে বনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে করিতে এক নদীতটস্থ শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হইল। উহার পূর্ব্বদিন নিকটস্থ পল্লীবাসীরা ঐ শ্মশানে তাহাদের এক মৃত আত্মীয়কে দাহ করিতে আসিয়াছিল। দাহকালে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হওয়ায়, তাহারা অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ ফেলিয়া গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। শৃগাল শ্মশানক্ষেত্রে সেই অর্দ্ধদগ্ধ মৃত মনুষ্যদেহ দেখিয়া,

মহানন্দে ভল্লুককে বলিল, "এস বন্ধু! আমরা উভয়ে এই হৃষ্টপুষ্ট নরদেহ ভক্ষণ করি। আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, তাই আজ ভোজনের এমন সুন্দর আয়োজন দেখিতেছি।" এই বলিয়া শৃগাল হৃষ্টচিত্তে সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল।

লোভবশতঃ শৃগালের জিহ্বায় লালা নিঃসরণ হইতেছে দেখিয়া ভল্লুক হাসিয়া বলিল, "দেখ বন্ধু! আমি কত মহৎ! তুমি মৃত মনুষ্যের দেহ টানিয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইয়াছ, অথচ আমি কখনও মরা মানুষ স্পর্শ করি না।"

ধূর্ত্ত শৃগাল কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া উত্তর দিল, "ভাই হে! তোমার কথা সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি জীবিত মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেই হত্যা না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার সাধুতার প্রশংসা করিতাম।"

মানুষের মৃত্যুর পর মানুষের দেহের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করা অপেক্ষা মানুষের দেহে প্রাণ থাকিতে প্রাণ রক্ষা করা অধিকতর প্রশংসনীয়।

বন্ধুত্ব—সৌহৃদ্য।	বিচরণ—ভ্রমণ।
নদীতটস্থ—নদীতীরবর্ত্তী।	শ্মশান ভূমিতে—শবদাহস্থানে।
দাহ—দাহন, পোড়ান।	তুমুল—ভয়ঙ্কর।
অর্দ্ধদগ্ধ—আধপোড়া।	মৃতদেহ—মড়া।
মহানন্দে—অত্যন্ত আহ্লাদে।	হৃষ্টপুষ্ট—মোটাসোটা।
হৃষ্টচিত্তে—প্রফুল্লমনে।	ধাবমান হইল—দৌড়াইল।

লালা—লা'ল নিঃসরণ—বাহির।
ধূর্ত্ত—চতুর। সাধুতার—ভদ্রতাব

পথিকগণ ও বটবৃক্ষ।

একদা গ্রীষ্মকালে কতিপয় পথিক, মধ্যাহ্ন সময়ে রৌদ্রে অতিশয় তাপিত ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নিকটে

একটি বট গাছ দেখিতে পাইয়া, তাহারা উহার তলে উপস্থিত হইল, এবং শীতল ছায়ায় বসিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই, তাহাদের শরীর শীতল ও ক্লান্তি দূর হইল। তখন তাহারা নানাবিধ কথোপকথন

করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, দেখ ভাই, এ গাছ কোনও কাজের নয়; না ইহাতে ভাল ফুল হয়, না ইহাতে ভাল ফল হয়। বলিতে কি, ইহা মনুষ্যের কোনও উপকারে লাগে না। এই কথা শুনিয়া, বটবৃক্ষ বলিল, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ; যে সময়ে আমার ছায়ায় বসিয়া উপকার লাভ করিতেছে, সেই সময়েই, আমি মানুষের কোনও উপকারে লাগি না বলিয়া, আমায় গালি দিতেছে।

পথিকগণ—পান্থসকল। মধ্যাহ্ন সময়ে—দুপুর বেলায়।
ক্লান্ত—অবসন্ন। ক্লান্তি দূর হইল—কষ্ট নিবারিত হইল।
কথোপকথন—কথাবার্ত্তা। অকৃতজ্ঞ—কৃতঘ্ন।

কুঠার ও জলদেবতা।

এক দুঃখী, নদীর তীরে গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ কুঠারখানি, তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া গিয়া, নদীর জলে পড়িয়া গেল। কুঠারখানি জন্মের মত হারাইলাম, এই ভাবিয়া, সেই দুঃখী অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া, সেই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অতিশয় দয়া হইল। তিনি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য এত রোদন করিতেছ?

সে সমুদয় নিবেদন করিলে, জলদেবতা তৎক্ষণাৎ নদীতে মগ্ন হইলেন, এবং এক স্বর্ণনির্ম্মিত কুঠার হস্তে করিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে বলিল, না মহাশয়, এ আমার কুঠার নয়। তখন তিনি পুনরায় জলে মগ্ন হইলেন, এবং এক রজত-নির্ম্মিত কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে বলিল, না মহাশয়, ইহাও আমার কুঠার নয়। তিনি পুনরায় জলে মগ্ন হইলেন, এবং তাহার লৌহনির্ম্মিত কুঠারখানি হস্তে লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে, আপন কুঠার দেখিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া বলিল, হাঁ মহাশয়, এই আমার কুঠার। আমি অতি দুঃখী, আর কুঠার পাইব, আমার এ আশা ছিল না; কেবল আপনকার অনুগ্রহে পাইলাম; আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিলেন।

জলদেবতা, প্রথমতঃ তাহার নিজের কুঠারখানি তাহার হস্তে দিলেন; পরে, তুমি নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ ও ও ধর্ম্মপরায়ণ; এজন্য আমি তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এই বলিয়া, তাহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ, সেই স্বর্ণনির্ম্মিত ও রজতনির্ম্মিত কুঠার দুইখানি তাহাকে দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই দুঃখী ব্যক্তি অবাক্ হইয়া,

কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; অনন্তর গৃহে গিয়া, প্রতিবেশীদের নিকট এই বৃত্তান্তের সবিশেষ বর্ণন করিল। শুনিয়া, সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এক ব্যক্তির অতিশয় লোভ জন্মিল। পরদিন প্রাতঃকালে সে কুঠার হস্তে লইয়া, নদীর তীরে উপস্থিত হইল এবং গাছের গোড়ায় দুই তিন কোপ মারিয়া, যেন হঠাৎ হাত হইতে ফস্কিয়া গেল, এইরূপ ভাণ করিয়া, কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিল, এবং হায় কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। জলদেবতা, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সে, সমস্ত বলিয়া, সাতিশয় শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জলদেবতা পূর্ব্ববৎ জলে মগ্ন হইয়া, এক স্বর্ণনির্ম্মিত কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই কি তোমার কুঠার? স্বর্ণনির্ম্মিত কুঠার দেখিয়া, সেই লোভী, আমার কুঠার বলিয়া, ব্যগ্র হইয়া ধরিতে গেল। তাহাকে এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন, তুই অতি লোভী, অতি অভদ্র ও মিথ্যাবাদী; তুই এ কুঠার পাইবার যোগ্য পাত্র নহিস। এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া, স্বর্ণনির্ম্মিত কুঠারখানি জলে

ফেলিয়া দিয়া, জলদেবতা অন্তর্হিত হইলেন। সে হতবুদ্ধি হইয়া, নদীর তীরে বসিয়া, গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। অনন্তর, আমার যেমন আচরণ, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম ; এই বলিয়া সে বিষণ্ণমনে চলিয়া গেল।

জলদেবতা—জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
অধিষ্ঠাত্রী—স্থিতিকারিণী।
রজতনির্ম্মিত—রূপার তৈয়ারী।
নির্লোভ—লোভহীন, স্পৃহাশূন্য।
ধর্ম্মপবায়ণ—ধার্ম্মিক।
বিস্ময়াপন্ন—আশ্চর্য্যান্বিত।
হতবুদ্ধি—হতজ্ঞান, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।
জন্মের মত—চিরবালেব জন্য।
স্বর্ণনির্ম্মিত—সোণার তৈয়ারী।
অনুগ্রহে—দয়ায়, কৃপায়।
সত্যনিষ্ঠ—সত্যবাদী।
অন্তর্হিত—অদৃশ্য।
ভাণ করিয়া—ছল করিয়া।
বিষণ্ণমনে—দুঃখিত মনে।

বৃষ ও মশক।

এক মশক কোনও বৃষের মস্তকের উপর কিয়ৎক্ষণ উড়িয়া অবশেষে তাহার শৃঙ্গের উপর বসিল, এবং মনে ভাবিল,

: হয় ত বৃষ আমার ভারে কাতর হইয়াছে। তখন সে বৃষকে

বলিল, ভাই হে, আমার ভার যদি তোমার অসহ্য হইয়া থাকে, বল, আমি এখনই উড়িয়া যাইতেছি, আমি তোমায় ক্লেশ দিতে চাহি না। ইহা শুনিয়া বৃষ বলিল, তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইও না। তুমি থাক বা যাও, আমার পক্ষে দুই সমান। তুমি এত ক্ষুদ্র যে, তুমি আমার শৃঙ্গে বসিয়াছ, এ পর্য্যন্ত আমার সে অনুভবই হয় নাই।

মন যত ক্ষুদ্র, আত্মশ্লাঘা তত অধিক হয়।

কাতর—অধীর, ক্লিষ্ট, কষ্টযুক্ত। মশক—মশা।
অসহ্য—অসহনীয়। উদ্বিগ্ন—চিন্তিত, উৎকণ্ঠিত।
অনুভবই—অনুমানই, বোধই। আত্মশ্লাঘা—আপনার প্রশংসা করা।

রোগী ও চিকিৎসক।

কোনও চিকিৎসক, কিছু দিন এক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সেই চিকিৎসকের হস্তেই, এ রোগীর মৃত্যু হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, চিকিৎসক, তাঁহার আত্মীয়গণের নিকটে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আহা, যদি এই ব্যক্তি আহারাদির নিয়ম করিয়া চলিতেন, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে অত্যাচার না করিতেন, তাহা হইলে, ইঁহার অকালে মৃত্যু ঘটিত না। তখন মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় বলিলেন, কবিরাজ মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্যই বটে। কিন্তু, এক্ষণে আপনার এ উপদেশের কোনও ফল দেখিতেছি না। যখন সে ব্যক্তি জীবিত

ছিলেন, এবং আপনার উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিতেন, তখন তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত ছিল।

সময় বহিয়া গেলে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

রোগী—যাহার পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসক—যে চিকিৎসা করে।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—মৃত্যুর পর কর্ত্তব্য কার্য্য। আত্মীয়গণের—স্বজনগণের।
আক্ষেপ—দুঃখ, খেদ। অত্যাচার—অনিয়ম।
অকালে—অসময়ে, অল্পবয়সে। উপদেশ—শিক্ষা।

ইঁদুরের পরামর্শ।

ইঁদুর সকল, বিড়ালের উপদ্রবে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, সকলে একত্র হইয়া, কিসে পরিত্রাণ হয়, এই পরামর্শ করিতে বসিল। যাহার মনে যাহা উপস্থিত হইল, সে তাহাই বলিতে লাগিল; কিন্তু, কোনও প্রস্তাবই পরামর্শ-সিদ্ধ বোধ হইল না। পরিশেষে, এক বুদ্ধিমান্ ইঁদুর বলিল, বিড়ালের গলায় একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া যাউক। ঘণ্টার শব্দ হইলে, আমরা বুঝিতে পারিব, বিড়াল আমাদিগকে খাইতে আসিতেছে; তাহা হইলেই আমরা সাবধান হইতে পারিব।

এই প্রস্তাব শুনিয়া সকলে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল; এবং সকলের মতে উহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এক বৃদ্ধ ইঁদুর এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে বলিল, অমুক যাহা বলিলেন, তাহা

বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা বটে; এবং সেরূপ করিতে পারিলে, আমাদের ইষ্টসিদ্ধিও হইতে পারে। কিন্তু, আমি এই

জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের মধ্যে কে, সাহস করিয়া, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবে। ইহা শুনিয়া, সকলে হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কোনও বিষয়ের প্রস্তাব করা সহজ, কিন্তু নির্ব্বাহ করিয়া উঠা কঠিন।

উপদ্রবে—অত্যাচারে। পরিত্রাণ—উদ্ধার, রক্ষা, মুক্তি।
স্তব্ধ—নির্ব্বাক্, বাক্যহীন। নির্ব্বাহ—সমাধা।

সিংহ ও মহিষ।

একদা, এক সিংহ ও এক মহিষ, পিপাসায় কাতর হইয়া, এক সময়ে এক খালে জলপান করিতে গিয়াছিল। উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়াতে, কে আগে জলপান করিবে, এই বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি বিপক্ষকে অগ্রে জলপান করিতে দিব না; সুতরাং উভয়ের যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

এই সময়ে তাহারা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও শকুনি তাহাদের মস্তকের উপর উড়িতেছে। দেখিয়া, তাহারা বুঝিতে পারিল, যুদ্ধে যাহার প্রাণনাশ হইবে, তাহার মাংস খাইবে বলিয়া, উহারা উড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন তাহাদের বুদ্ধির উদয় হইল; এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, আইস ভাই, ক্ষান্ত হই, আর বিবাদে কাজ নাই। অনর্থক বিবাদ করিয়া, কাকের ও শকুনির আহার হওয়া অপেক্ষা, বিনা বিবাদে জলপান করিয়া চলিয়া যাওয়া সর্ব্বাংশে ভাল।

সাক্ষাৎ—দেখা। প্রতিজ্ঞা—পণ, অঙ্গীকার।
উপক্রম—যোগাড়। দৃষ্টিপাত করিয়া—চাহিয়া।
বিনা বিবাদে—ঝগড়া না করিয়া। সর্ব্বাংশে—সকল প্রকারে।

চোর ও কুকুর।

এক চোর, কোনও গৃহস্থের বাটীতে চুরি করিতে গিয়াছিল। এক কুকুর, সমস্ত রাত্রি ঐ গৃহস্থের বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর, ঐ কুকুরকে দেখিয়া মনে ভাবিল, ইহার মুখ বন্ধ না করিলে, চীৎকার করিয়া, গৃহস্থকে জাগাইয়া দিবে; তাহা হইলে, আর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। অতএব অগ্রে ইহার মুখ বন্ধ করা আবশ্যক।

এই বিবেচনা করিয়া চোর, কুকুরের সম্মুখে মাংসের টুক্‌রা ফেলিয়া দিতে লাগিল। তখন কুকুর বলিল, প্রথমেই তোমায় দেখিয়া, আমার মনে নানা সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে তোমার কার্য্য দেখিয়া, আমার নিশ্চিত বোধ হইল, তুমি কদাচ ভদ্রলোক নহ। তোমার অভিসন্ধি এই, আমার মুখ বন্ধ করিয়া, গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিবে। অতএব, যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও।

যাহারা উৎকোচ দিতে উদ্যত হয়, তাহারা কদাচ ভদ্র নহে; তাহাদের মনে অবশ্যই মন্দ অভিপ্রায় থাকে।

রক্ষণাবেক্ষণ করিত—পাহারা দিত।
সন্দেহ—সংশয়।
ভদ্রলোক—সৎ ব্যক্তি।
উৎকোচ—ঘুষ।
অভীষ্ট সিদ্ধ—আশা পূর্ণ।
নিশ্চিত—ঠিক, প্রকৃত।
সর্ব্বনাশ—অনিষ্ট।
মন্দ অভিপ্রায়—কু-মতলব।

লাঙ্গুলহীন শৃগাল।

কোনও সময়ে এক শৃগাল ফাঁদে পড়িয়াছিল। যাহারা ফাঁদ পাতিয়াছিল, তাহারা তাহার প্রাণবধের উদ্যম করিল; কিন্তু তাহার কাতরতা দেখিয়া, প্রাণে না মারিয়া, লাঙ্গুল কাটিয়া, ছাড়িয়া দিল। শৃগাল, লাঙ্গুল দিয়া প্রাণ বাঁচাইল বটে, কিন্তু লাঙ্গুল না থাকাতে স্বজাতির নিকট যে অপমান বোধ হইবে, তাহা ভাবিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিল, লাঙ্গুল যাওয়া অপেক্ষা আমার প্রাণ যাওয়া ভাল ছিল।

পরিশেষে, এই অপমান শুধরিয়া লইবার জন্য, সকল

শৃগালকে একত্র করিয়া, সে বলিতে লাগিল, দেখ, ভাই

সকল,' আমার ইচ্ছা এই, তোমরা সকলে আমার মত স্ব স্ব লাঙ্গুল কাটিয়া ফেল। লাঙ্গুল না থাকাতে, আমি যেরূপ সচ্ছন্দশরীরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছি, তোমরা কেহই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না। যদি পরীক্ষা করিয়া না দেখিতাম, বোধ করি, আমিও কখনও বিশ্বাস করিতাম না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, লাঙ্গুল থাকিলে অতি কদর্য্য দেখায়, এবং সর্ব্বদা যার পর নাই অসুবিধা ঘটে। ফলকথা এই, লাঙ্গুল রাখায়, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়ান মাত্র লাভ। আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, আমরা এতদিন লাঙ্গুল রাখিয়াছি কেন। হে বন্ধুগণ, আমি স্বয়ং যার পর নাই, উপকার বোধ করিয়াছি ; এজন্য তোমাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, তোমরাও আমার মত আপন আপন লাঙ্গুল কাটিয়া ফেল। লাঙ্গুল না থাকায় কত আরাম, এখনই বুঝিতে পারিবে।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, এক বৃদ্ধ শৃগাল, অগ্রসর হইয়া লাঙ্গুলহীন শৃগালকে বলিল, ভাই হে, যদি তোমার লাঙ্গুল ফিরিয়া পাইবার আশা থাকিত, তাহা হইলে, তুমি কদাচ আমাদিগকে লাঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিতে না।

লাঙ্গুলহীন—লেজশূন্য। উদ্যম—চেষ্টা।
স্বজাতির—আপনার জাতির। কদর্য্য—বিশ্রী, কুৎসিত।
অনর্থক—বৃথা, মিথ্যা। প্রস্তাব—কথা, প্রসঙ্গ।

সারসী ও তাহার শিশু সন্তান।

এক সারসী, শিশু সন্তানগুলি লইয়া কোনও ক্ষেত্রে বাস করিত। ঐ ক্ষেত্রের শস্য সকল পাকিয়া উঠিলে, সারসী বুঝিতে পারিল, অতঃপর কৃষকেরা শস্য কাটিতে আরম্ভ করিবে। এই নিমিত্ত প্রতিদিন আহারের অন্বেষণে বাহিরে যাইবার সময়, সে শিশু সন্তানদিগকে বলিয়া যাইত, তোমরা আমার আসিবার পূর্ব্বে, যাহা কিছু শুনিবে, আসিবামাত্র সে সমুদয় অবিকল আমায় বলিবে।

একদিন সারসী বাসা হইতে বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে ক্ষেত্রস্বামী, শস্য কাটিবার সময় হইয়াছে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল, এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, শস্য সকল পাকিয়া উঠিয়াছে, আর কাটিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। অমুক অমুক প্রতিবেশীর উপর ভার দি, তাহারা কাটিয়া দিবে। এই বলিয়া, সে চলিয়া গেল।

সারসী বাসায় আসিলে, তাহার সন্তানেরা ঐ সকল কথা জানাইল, এবং বলিল, মা, তুমি আমাদিগকে শীঘ্র স্থানান্তরে লইয়া যাও। আর তুমি আমাদিগকে এখানে রাখিয়া বাহিরে যাইও না। যাহারা শস্য কাটিতে আসিবে, তাহারা দেখিলেই আমাদের প্রাণবধ করিবে। সারসী বলিল, বাছা সকল, তোমরা এখনই ভয় পাইতেছ

কেন? ক্ষেত্রস্বামী যদি প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে শস্য কাটিতে আসিবার অনেক বিলম্ব আছে।

পরদিন ক্ষেত্রস্বামী পুনরায় উপস্থিত হইল; দেখিল, যাহাদের উপর ভার দিয়াছিল, তাহারা শস্য কাটিতে আইসে নাই। কিন্তু শস্য সকল সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিয়াছিল; অতঃপর না কাটিলে ক্ষতি হইতে পারে, এই নিমিত্ত সে বলিল, আর সময় নষ্ট করা যায় না; প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, বিস্তর ক্ষতি হইবে। আর তাহাদের ভরসায় না থাকিয়া, আপন ভাইবন্ধুদিগকে বলি, তাহারা সত্বর কাটিয়া দিবে। এই বলিয়া, সে আপন পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, তুমি তোমার খুড়াদিগকে আমার নাম করিয়া বলিবে, যেন তাহারা সকল কর্ম্ম রাখিয়া, কাল সকালে আসিয়া, শস্য কাটিতে আরম্ভ করে। এই বলিয়া ক্ষেত্রস্বামী চলিয়া গেল।

সারস-শিশুগণ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইল, এবং সারসী আসিবামাত্র কাতরবাক্যে বলিতে লাগিল, মা, আজ ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছে। তুমি আমাদের একটা উপায় কর। কাল তুমি আমাদিগকে এখানে ফেলিয়া যাইতে পারিবে, না; যদি যাও, আসিয়া আর আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সারসী

শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, যদি কেবল এই কথা শুনিয়া থাক, তাহা হইলে ভয়ের বিষয় নাই। যদি ক্ষেত্রস্বামী ভাই বন্ধুদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে শস্য কাটিতে আসিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তাহাদেরও শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আগে আপনাদের শস্য না কাটিয়া, কখনও ইহার শস্য কাটিতে আসিবে না। কিন্তু ক্ষেত্র-স্বামী, কাল সকালে আসিয়া যাহা বলিবে, তাহা মন দিয়া শুনিও, এবং আমি আসিলে, বলিতে ভুলিও না।

পরদিন প্রত্যূষে সারসী আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী তথায় উপস্থিত হইল; দেখিল, কেহই শস্য কাটিতে আসে নাই; আর শস্য সকল অধিক পাকিয়াছিল, এজন্য ঝরিয়া ভূমিতে পড়িতেছে। তখন সে বিরক্ত হইয়া, আপন পুত্রকে বলিল, দেখ, প্রতিবেশীর অথবা ভাই বন্ধুর মুখ চাহিয়া থাকা আর উচিত নহে। আজ রাত্রিতে তুমি যত জন পাও, ঠিকা লোক স্থির করিয়া রাখিবে। কাল সকালে তাহাদিগকে লইয়া, আপনারাই কাটিতে আরম্ভ করিব; নতুবা বিস্তর ক্ষতি হইবে।

সারসী, বাসায় আসিয়া এই সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল, অতঃপর আর এখানে থাকা ভাল নয়; এখন অন্যত্র যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যখন কেহ অন্যের উপর

ভার দিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, স্বয়ং আপন কর্ম্মে মন দেয়, তখন ইহা স্থির জানা উচিত যে, সে যথার্থই ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করা মনস্থ করিয়াছে।

অতঃপর—ইহার পর। অবিকল—ঠিক সেইরূপ।
ক্ষেত্রস্বামী—ক্ষেতের অধিকারী। স্থানান্তরে—অন্যস্থানে।
ভরসায়—আশায়। প্রত্যূষে—প্রাতঃকালে।

পথিক ও কুঠার।

দুই পথিক এক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন সম্মুখে একখানা কুঠার দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, এবং আপন সহচরকে বলিল, দেখ ভাই, আমি কেমন সুন্দর কুঠার পাইয়াছি। তখন সে বলিল, ও কি ভাই, ও কেমন কথা? আমি পাইয়াছি, বলিতেছ কেন। আমরা উভয়ে পাইয়াছি বল। উভয়ে একসঙ্গে যাইতেছি, যাহা পাওয়া গেল, উভয়েরই হওয়া উচিত। অপর ব্যক্তি বলিল, না ভাই, তাহা হইলে অন্যায় হয়। তুমি কি জান না, যে যা পায়, তারই তা হয়। এই কুঠার আমি পাইয়াছি, আমারই হওয়া উচিত; আমি তোমাকে ইহার অংশ দিব কেন? সে শুনিয়া নিরস্ত হইল।

এই সময়ে যাহাদের কুঠার হারাইয়াছিল, তাহারা খুঁজিতে খুঁজিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং

পথিকের হস্তে কুঠার দেখিয়া, তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল। তখন সে স্বীয় সহচরকে বলিল, হায়! আমরা মারা পড়িলাম। তাহার সহচর বলিল, ও কেমন কথা? এখন আমরা মারা পড়িলাম বল কেন? আমি মারা পড়িলাম বল। যাহাকে লাভের অংশ দিতে চাহ নাই, তাহাকে বিপদের অংশভাগী করিতে যাওয়া অন্যায়।

সহচরকে—সঙ্গীকে। নিবস্ত হইল—চুপ করিল।
লাভেব—রোজগাবের। অংশভাগী—বকৃবাদার।

পক্ষী ও শাকুনিক।

এক শাকুনিক, ফাঁদ পাতিয়া এক পক্ষী ধরিয়াছিল। পক্ষী, প্রাণনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাতর হইয়া বিনয়বাক্যে শাকুনিককে বলিতে লাগিল, ভাই, তুমি দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দিলে, আমি অন্য অন্য পক্ষীদিগকে ভুলাইয়া আনিয়া, তোমার ফাঁদে ফেলিয়া দিব। বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি এক পক্ষীর পরিবর্ত্তে কত পক্ষী পাইবে। শাকুনিক বলিল, না, আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না। যে আপন মঙ্গলের নিমিত্ত স্বজাতীয় ও আত্মীয়দিগের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহার মৃত্যু হইলে পৃথিবীর মঙ্গল।

শাকুনিক—ব্যাধ, পাখীমারা।
অঙ্গীকার—স্বীকার।
আত্মীয়—স্বজন।
বিনয়বাক্যে—নম্রকথায়।
পরিবর্ত্তে—বদলে।
সর্ব্বনাশ—অমঙ্গল।

দুঃখী বৃদ্ধ ও যম।

এক অতি দুঃখী বৃদ্ধ ছিল। তাহার জীবিকানির্ব্বাহের কোনও উপায় ছিল না। সে বনে কাঠ কাটিয়া ও কাঠ বেচিয়া, অতি কষ্টে দিনপাত করিত। গ্রীষ্মকালে, একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে, সে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া, বন হইতে আসিতেছে। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে; তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে; প্রখর রৌদ্রে সর্ব্বশরীর দগ্ধপ্রায় ও গলদঘর্ম্ম হইতেছে; তপ্ত ধূলি ও বালুকাতে দুই পা পুড়িয়া যাইতেছে। অবশেষে, নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, কাঠের বোঝা ফেলিয়া, সে এক বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সে মনে মনে বলিতে লাগিল, এরূপ ক্লেশভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, মরিয়া যাওয়া ভাল; কেনই বা আমার মরণ হয় না; আমার মত হতভাগ্য লোকের মরণ হইলেই মঙ্গল।

মনের দুঃখে এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই চিরদুঃখী, যমকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিল, যম, তুমি আমায় ভুলিয়া আছ কেন? শীঘ্র আসিয়া আমায় লইয়া যাও; তাহা হইলেই আমার নিষ্কৃতি হয়। আর আমি ক্লেশ

সহ্য করিতে পারি না। তাহার কথা সমাপ্ত না হইতেই, যম আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সে তাঁহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে, কি জন্য এখানে আসিলেন ? তিনি বলিলেন, আমি যম, তুমি আমায় ডাকিতেছিলে, তাই আসিয়াছি। এখন কি জন্য আমায় ডাকিতেছিলে, বল। তখন সে বলিল, মহাশয়, যদি আসিয়াছেন, তবে দয়া করিয়া, কাঠের বোঝাটি আমার মাথায় উঠাইয়া দেন, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট উপকার হয়। যম শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।

দিনপাত করিত—দিন কাটাইত। প্রখর—প্রচণ্ড।
দগ্ধপ্রায়—পোড়ার মত। চিরদুঃখী—চিরকাল দুঃখভোগী।
নিষ্কৃতি—মুক্তি, পরিত্রাণ। বিকট মূর্ত্তি—ভয়ানক চেহারা।

ঈগল ও দাঁড়কাক।

এক পাহাড়ের নিম্নদেশে কতকগুলি মেষ চরিতেছিল। এক ঈগলপক্ষী উপর হইতে নামিয়া, ছোঁ মারিয়া, এক মেষশাবক লইয়া, পুনরায় পাহাড়ের উপর উঠিল। ইহা দেখিয়া, এক দাঁড়কাক ভাবিল, আমিও কেন ঐরূপ ছোঁ মারিয়া, একটা মেষ অথবা মেষশাবক লই না। ঈগল যদি পারিল, আমি না পারিব কেন ? এই স্থির করিয়া

সে যেমন এক মেষের উপর ছোঁ মারিল, অমনি, সেই মেষের লোমে তাঁহার পায়ের নখর জড়াইয়া গেল।

দাঁড়কাক, এইরূপে বদ্ধ হইয়া, ঝট্‌পট্‌ ও প্রাণভয়ে কা কা করিতে লাগিল। মেষপালক, আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত এই ব্যাপার দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই নির্ব্বোধ দাঁড়কাককে ধরিয়া, তাহার পাখা কাটিয়া দিল। পরে সে, সায়ংকালে ঐ দাঁড়কাককে গৃহে লইয়া গেল। মেষপালকের শিশু-সন্তানেরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, তুমি আমাদের জন্য ও কি পাখী আনিয়াছ? মেষপালক বলিল, যদি,

তোমরা উহাকে জিজ্ঞাসা কর, ও বলিবে, আমি ঈগল পক্ষী ; কিন্তু আমি উহাকে দাঁড়কাক বলিয়া আনিয়াছি।

নিম্নদেশে—নীচে। মেষপালক—ভেড়াপালনকারী।
ব্যাপার—ঘটনা। সায়ংকালে—সন্ধ্যার সময়।

হরিণ ও দ্রাক্ষালতা।

ব্যাধগণে তাড়াতাড়ি করাতে, এক হরিণ, প্রাণভয়ে পলাইয়া, দ্রাক্ষাবনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, এবং ব্যাধেরা আর আমার সন্ধান পাইবে না, এই স্থির করিয়া, স্বচ্ছন্দমনে দ্রাক্ষালতা খাইতে আরম্ভ করিল। ব্যাধগণ, হরিণের বিষয়ে নিরাশ হইয়া, ঐ দ্রাক্ষাবনের ধার দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা লতাভক্ষণের শব্দ শুনিয়া, বনের দিকে মুখ ফিরাইয়া, এবং ঐ স্থানে হরিণ আছে, এই অনুমান করিয়া, শরনিক্ষেপ করিল। সেই শরের আঘাতে হরিণের মৃত্যু হইল। হরিণ, এই কয়টি কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল যে, যাহারা বিপদের সময় আমায় আশ্রয় দিয়াছিল, আমি যে তাহাদের অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইলাম।

দ্রাক্ষালতা—আঙ্গুরফলের গাছ। সন্ধান—খবর।
স্বচ্ছন্দমনে—নিশ্চিন্তমনে। নিরাশ—হতাশ।
প্রবৃত্ত—রত, নিযুক্ত। প্রতিফল—শাস্তি, সাজা।

সিংহ, শৃগাল ও গর্দ্দভ

এক গর্দ্দভ ও এক শৃগাল, উভয়ে মিলিয়া শিকার করিতে যাইতেছিল। কিয়ৎ দূর গিয়া, তাহারা দেখিতে পাইল, কিঞ্চিৎ অন্তরে এক সিংহ বসিয়া আছে। শৃগাল, এই বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, সত্বর সিংহের নিকটবর্ত্তী হইল, এবং আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, মহারাজ, যদি আপনি কৃপা করিয়া, আমায় প্রাণদান দেন, তাহা হইলে, আমি গর্দ্দভকে আপনার হস্তগত করিয়া দি। সিংহ সম্মত হইল। শৃগাল, কৌশল করিয়া, গর্দ্দভকে সিংহের হস্তগত করিয়া দিল; সিংহ, গর্দ্দভকে হস্তগত করিয়া লইয়া শৃগালের প্রাণবধ করিয়া, সে দিনের আহার সম্পন্ন করিল; গর্দ্দভকে পরদিনের আহারের জন্য রাখিয়া দিল।

পরের মন্দ করিতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়।

নিকটবর্ত্তী—নিকটস্থ। আস্তে আস্তে—ধীরে ধীরে।
মহারাজ—রাজন্। প্রাণদান দেন—বাঁচান।
হস্তগত—আয়ত্ত। সম্পন্ন—শেষ, সমাধা।

কৃপণ।

এক কৃপণের কিছু সম্পত্তি ছিল। সর্ব্বদা তাহার এই ভয় ও ভাবনা হইত, পাছে চোরে ও দস্যুতে অপহরণ করে। এজন্য সে বিবেচনা করিল, যাহাতে কেহ সন্ধান না পায় ও চুরি করিতে না পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, সে সর্ব্বস্ব বেচিয়া ফেলিল, এবং একতাল সোনা কিনিয়া, নিভৃত স্থানে মাটিতে পুতিয়া রাখিল। কিন্তু এরূপ করিয়াও, সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না; প্রতিদিন অবাধে, এক এক বার, সেই স্থানে গিয়া, দেখিয়া আসিত, কেহ সন্ধান পাইয়া, লইয়া গিয়াছে কি না।

কৃপণ, প্রত্যহ এইরূপ করাতে, তাহার ভৃত্যের মনে এই সন্দেহ জন্মিল, হয়ত, ঐ স্থানে প্রচুর গুপ্তধন আছে; নতুবা, উনি প্রতিদিন এক এক বার ওখানে যান কেন? পরে, একদিন সুযোগ পাইয়া, সেই স্থান খুঁড়িয়া, সে সোনার তাল লইয়া পলায়ন করিল। পরদিন যথাকালে কৃপণ ঐ স্থানে গিয়া দেখিল, কেহ গর্ত্ত খুঁড়িয়া, সোনার

তাল লইয়া গিয়াছে। তখন সে মাথা খুঁড়িয়া, চুল ছিঁড়িয়া, হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

এক প্রতিবেশী, তাহাকে শোকে অভিভূত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া বলিল, ভাই, তুমি অকারণে রোদন করিতেছ কেন? একখণ্ড প্রস্তর ঐ স্থানে রাখিয়া দাও, মনে কর, তোমার সোনার তাল পূর্ব্বের মত পোতা আছে। কারণ, যখন স্থির করিয়াছিলে, ভোগ করিবে না, তখন এক তাল সোনা পোতা থাকিলেও যে ফল, আর একখানা পাথর পোতা থাকিলেও সেই ফল। অর্থের ভোগ না করিলে, অর্থ থাকা না থাকা, দুই সমান।

কৃপণ—ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি। **অপহরণ**—চুরি।
ব্যবস্থা—উপায়, বন্দোবস্ত। **নিভৃত স্থানে**—গুপ্ত জায়গায়।

সিংহ, ভালুক ও শৃগাল।

কোনও স্থানে মৃত হরিণশিশু পতিত দেখিয়া, এক সিংহ ও এক ভালুক উভয়েই বলিতে লাগিল, এ হরিণশিশু আমার। ক্রমে বিবাদ উপস্থিত হইয়া, উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ হওয়াতে, উভয়েই নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়িল; উভয়েরই আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। এই সুযোগ পাইয়া, এক শৃগাল

আসিয়া, মৃত হরিণশিশু মুখে করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল। তখন তাহারা উভয়ে আক্ষেপ করিয়া বলিতে

লাগিল, আমরা অতি নির্ব্বোধ, সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া, এবং নিতান্ত নির্জীব হইয়া, এক ধূর্ত্তের আহারের যোগাড় করিয়া দিলাম।

নির্জীব—নিস্তেজ, বলহীন। নির্ব্বিঘ্নে—নিরাপদে, অবাধে।
আক্ষেপ—দুঃখপ্রকাশ। ক্ষতবিক্ষত—ছিন্নভিন্ন।

পীড়িত সিংহ।

এক সিংহ, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া, আর শিকার করিতে পারিত না; সুতরাং তাহার আহার বন্ধ হইয়া আসিল।

তখন সে পর্ব্বতের গুহার মধ্যে থাকিয়া, এই কথা রটাইয়া দিল, সিংহ অতিশয় পীড়িত হইয়াছে, চলিতে পারে না, উঠিতে পারে না, কথা কহিতে পারে না। এই সংবাদ, নিকটস্থ পশুদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে, তাহারা একে একে সিংহকে দেখিতে যাইতে লাগিল। সিংহ, নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছে ভাবিয়া, যেমন কোনও পশু নিকটে যায়, অমনি সিংহ, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া, স্বচ্ছন্দে আহার করে।

এইরূপে, কযেক দিন গত হইলে, এক শৃগাল, সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত, গুহার দ্বারে উপস্থিত হইল। সিংহ যথার্থই পীড়িত হইয়াছে, অথবা ছল করিয়া নিকটে পাইয়া পশুদিগের প্রাণবধ করিতেছে, এ বিষয়ে শৃগালের সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। এজন্য, সে গুহায় প্রবেশ করিয়া সিংহের নিতান্ত নিকটে না গিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইযা জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ, আপনি কেমন আছেন ? সিংহ, শৃগালকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদ-প্রকাশ করিয়া বলিল, কে ও, আমার পরম বন্ধু শৃগাল ! আইস ভাই আইস ; আমি ভাবিতেছিলাম, ক্রমে ক্রমে সকল বন্ধুই আমায় দেখিতে আসিল, পরম বন্ধু শৃগাল আসিল না কেন। যাহা হউক, ভাই, তুমি যে আসিয়াছ, ইহাতে যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। যদি ভাই,

আসিয়াছ, দূরে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? নিকটে আইস, দুটা মিষ্ট কথা বল, আমার কর্ণ শীতল হউক। দেখ, ভাই, আমার শেষ দশা উপস্থিত; আর অধিক দিন বাঁচিব না।

শুনিয়া, শৃগাল বলিল, মহারাজ, প্রার্থনা করি, শীঘ্র সুস্থ হউন। কিন্তু, আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি আর নিকটে যাইতে অথবা অধিকক্ষণ এখানে থাকিতে পারিব না। বলিতে কি মহারাজ, পদচিহ্ন দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অনেক পশু এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু, প্রবেশ করিয়া, কেহ গুহা হইতে বহির্গত হইযাছে, সেরূপ পদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। ইহাতে আমার অন্তঃকরণে অতিশয় আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। আর আমার এখানে থাকিতে সাহস হইতেছে না, আমি চলিলাম। এই বলিয়া, শৃগাল অবিলম্বে পলায়ন করিল।

পীড়িত—রুগ্ণ।
সংবাদ—খবর।
স্বচ্ছন্দে—মনের সুখে।
সুস্থ—নীরোগ, আরোগ্যপ্রাপ্ত।
পর্ব্বতের গুহায়—পাহাড়ের গর্ত্তে।
নিকটস্থ—নিকটবর্ত্তী।
শেষ দশা—মৃত্যুকাল, অন্তিমকাল।
লক্ষিত—দৃষ্ট।

নেকড়ে বাঘ ও মেষ।

কোনও সময়ে এক নেকড়ে বাঘকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। ঐ কামড়ের ঘা ক্রমে ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, বাঘ আর নড়িতে পারে না; সুতরাং তাহার আহার বন্ধ

হইল। একদিন, সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে, এক মেষ তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়।

তাহাকে দেখিয়া, নেকড়ে অতি কাতরবাক্যে বলিল, ভাই হে, কযেক দিন অবধি আমি চলৎশক্তিরহিত হইয়া, পড়িয়া আছি; ক্ষুধায় অস্থির হইযাছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। তুমি কৃপা করিয়া এই খাল হইতে জল আনিয়া দাও, আমি আহারের যোগাড় করিয়া লইব। মেষ বলিল, আমি তোমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছি; জল দিবার নিমিত্ত নিকটে গেলেই, তুমি আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া আহারের যোগাড় করিয়া লইবে।

ক্ষুধায় কাতর—খিদেয় অস্থির।
চলৎশক্তিরহিত—চলিবার ক্ষমতাশূন্য।
ছাতি—বুক।
কাতরবাক্যে—মিনতি করিয়া।
অস্থির—ব্যাকুল, কাতর।
অভিসন্ধি—অভিপ্রায়, মতলব।

সিংহ ও তিন বৃষ।

তিন বৃষের পরস্পর অতিশয় সম্প্রীতি ছিল। তাহারা নিয়ত একমাঠে একসঙ্গে চরিয়া বেড়াইত। এক সিংহ সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা করিত, এই তিন বৃষের প্রাণবধ করিয়া, মাংস ভক্ষণ করিব। কিন্তু উহারা এমন বলবান্ যে, তিনটি একত্রে থাকিলে, সিংহ, আক্রমণ করিয়া, কিছু করিতে পারে না। এজন্য, মনে মনে বিবেচনা করিল, যাহাতে ইহারা পৃথক্ পৃথক্ চরে, এমন কোন উপায় করি। পরে, কৌশল করিয়া, সে উহাদের মধ্যে এমন বিরোধ ঘটাইয়া দিল যে, তিনের পরস্পর মুখদর্শন পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গেল। তখন তাহারা পরস্পরে, দূরে, পৃথক্ পৃথক্ স্থানে, চরিতে আরম্ভ করিল। সিংহও এই সুযোগ পাইয়া, একে একে তিনের প্রাণসংহার করিয়া, ইচ্ছামত আহার করিল।

সম্প্রীতি—প্রণয়, সদ্ভাব।
পৃথক্ পৃথক্—ভিন্ন ভিন্ন।
কৌশল করিয়া—ফিকির করিয়া।
আক্রমণ—উপরে আসিয়া পড়া।
উপায়—ফিকির, কৌশল।
ইচ্ছামত—মনের মত, ইচ্ছানুযায়ী।

শৃগাল ও সারস।

এক দিবস, এক শৃগাল, এক সারসকে বলিল, ভাই, কাল তোমায় আমার আলয়ে আহার করিতে হইবে। সারস সম্মত হইয়া পরদিন যথাকালে শৃগালের আলয়ে উপস্থিত হইল। উপহাস ও আমোদ করিবার নিমিত্ত, শৃগাল, অন্য কোনও আয়োজন না করিয়া, থালায় কিঞ্চিৎ ঝোল ঢালিয়া, সারসকে আহার করিতে বলিল, এবং আপনিও আহার করিতে বসিল। শৃগাল, জিহ্বা দ্বারা অনায়াসেই থালার ঝোল চাটিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু, সারসের ঠোঁট অতিশয় সরু ও লম্বা; সুতরাং, সে কিছুই আহার করিতে পারিল না, চুপ করিযা বসিয়া রহিল। আহারে বসিবার সময়, তাহার যেরূপ ক্ষুধা ছিল, সেইরূপই রহিল, উহার কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইল না।

সারসকে আহারে বিরত দেখিয়া, শৃগাল ক্ষোভ-প্রকাশ করিয়া বলিল, ভাই, তুমি ভাল করিয়া আহার করিলে না, ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বোধ করি আহারের দ্রব্য সুস্বাদ হয় নাই, তাই ভাল করিয়া আহার করিলে না। সারস শুনিয়া, উপহাস বুঝিতে পারিয়া, তখন কোনও উক্তি করিল না; কিন্তু শৃগালকে জব্দ করিবার নিমিত্ত, যাইবার সময় বলিল,

ভাই, কাল তোমায় আমার ওখানে গিয়া, আহার করিতে হইবে। শৃগাল সম্মত হইল।

পরদিন, যথাকালে, শৃগাল, সারসের আলয়ে উপস্থিত হইলে, সারস, এক গলাসরু পাত্রে আহার-সামগ্রী রাখিয়া, শৃগালের সম্মুখে ধরিল, এবং আইস ভাই ভোজন করি, এই বলিয়া, আহার করিতে বসিল। সারস, আপন সরু লম্বা ঠোঁট অনায়াসে পাত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া, আহার করিতে লাগিল। কিন্তু শৃগাল কোনও মতে পাত্রের মধ্যে মুখ প্রবিষ্ট করিতে পারিল না; কেবল ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া, সেই পাত্রের গাত্র চাটিতে লাগিল। পরে আহার সমাপ্ত হইলে, বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, সে এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, "আমি কোনও মতে সারসকে দোষ দিতে পারি না। আমি যে পথে চলিয়াছিলাম, সারসও সে পথে চলিয়াছে।"

আয়োজন—যোগাড়। অনায়াসেই—অক্লেশেই, সহজেই:
বিরত—ক্ষান্ত। সুস্বাদ—সুতার।

শৃগাল ও কণ্টকবৃক্ষ।

এক শৃগাল, বন্যশূকরের নিকট তাড়া খাইয়া, এক বেড়া ডিঙ্গাইয়া, পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বেড়া

ডিঙ্গাইতে গিয়া, সে যখন পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল, তখন সে বেড়ায় সংলগ্ন এক কাঁটাগাছের ডাল ধরিয়াছিল। উহাতে তাহার হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল, হস্তে রক্তপাতও হইল, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। কেবল যে কাঁটা ফুটিল তাহা নহে, কাঁটাগাছের হাল্‌কা ডাল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে ভূতলে পড়িয়া গেল।

তখন, শৃগাল যন্ত্রণায় ও ব্যথায় অধীর হইয়া, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কণ্টকবৃক্ষকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "রে দুর্ব্বৃত্ত! তোকে অবলম্বন করিতে গিয়াই আজ আমার এ দশা ঘটিল। তোর মরণই মঙ্গল!"

কণ্টকবৃক্ষ এই কথা শুনিয়া বলিল, "ভাই হে! এ বড় মজার কথা। আমি তোমাকে ত আমার সাহায্য লইতে আহ্বান করি নাই, তুমি আমায় অবলম্বন করিলে কেন?"

শৃগাল অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বাঃ! তুই ক্ষুদ্র অতি নীচ। এই বেড়া কত মহৎ! উহাকে অবলম্বন করিয়া আমি ত কষ্ট পাই নাই, সে ত আমার যথেষ্ট সাহায্য করিযাছে।"

কণ্টকবৃক্ষ বলিল, "বেড়া মহৎ, সন্দেহ নাই, কেন না সে আমাকেও আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু তুমি আমা হইতেও নীচ, কেন না তুমি আমাকে অবলম্বন ও আশ্রয় মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছ! আমি স্বয়ং যখন অন্যকে

জড়াইয়া থাকি, তখন আমাকে জড়াইয়া তুমি কি তোমার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেও নাই ?”

যে অন্যের উপর নির্ভর করে, সে অপরকে সাহায্য করিতে পারে না।

সংলগ্ন—একত্রিত, জোড়া। যন্ত্রণায়—যাতনায়।
দুর্ব্বৃত্ত—দুষ্ট। মঙ্গল—ভাল।

টাক ও পরচুলা।

এক ব্যক্তির মস্তকের সমুদয় চুল উঠিয়া গিয়াছিল। সকলকার কাছে সেরূপ মাথা দেখাইতে বড় লজ্জা হইত; এজন্য সে সর্ব্বদা পরচুলা পরিয়া থাকিত। একদিন সে, তিন চারিজন বন্ধুর সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। ঘোড়া বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ ব্যক্তির পরচুলা বাতাসে উড়িয়া, ভূমিতে পড়িয়া গেল; সুতরাং তাহার টাক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সহচরেরা, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাস্য-সংবরণ করিতে পারিল না। সে ব্যক্তিও তাহাদের সঙ্গে হাস্য করিতে লাগিল, এবং বলিল, “যখন আমার আপনার চুল মাথায় রহিল না, তখন পরের চুল আটকাইয়া রাখিতে পারিব, এইরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়।”

টাক—কেশশূন্য মস্তক। পরচুলা—কৃত্রিম কেশ।
সহচরেরা—সঙ্গীরা, বন্ধুরা। ব্যাপার—ঘটনা।
হাস্যসংবরণ—হাসি থামান। প্রত্যাশা—আশা, ভরসা।

সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ।

এক গর্দ্দভ, সিংহের চর্ম্মে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া মনে ভাবিল, অতঃপর সকলেই আমায় সিংহ মনে

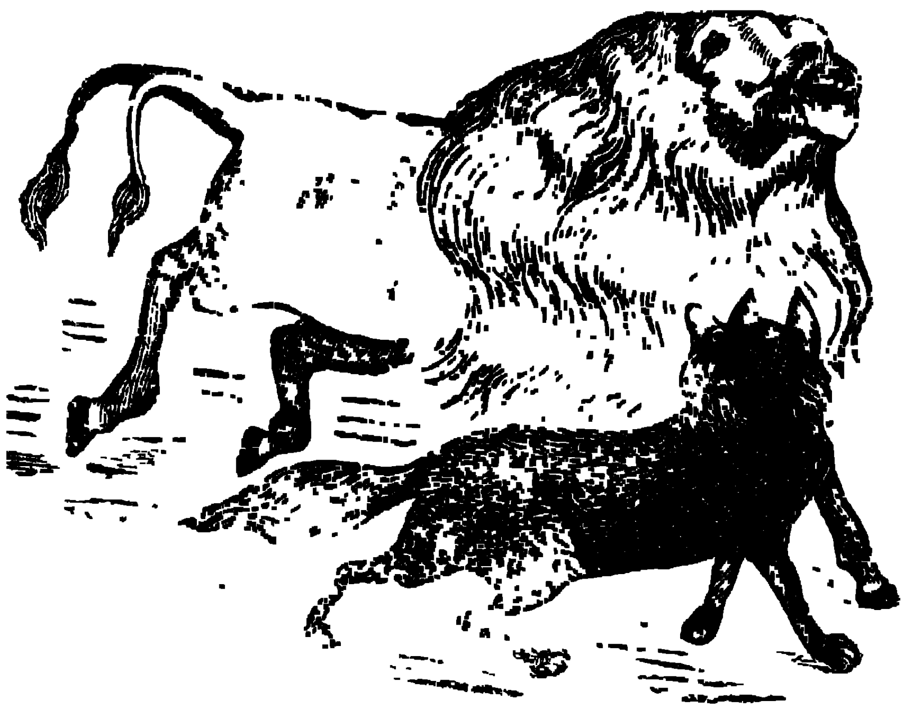

করিবে, কেহই গর্দ্দভ বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। অতএব, আজ অবধি আমি এই বনে সিংহের ন্যায় আধিপত্য করিব। এই স্থির করিয়া, কোনও জন্তুকে সম্মুখে দেখিলেই, সে চীৎকার ও লম্ফ ঝম্ফ করিয়া, ভয় দেখায়। নির্ব্বোধ জন্তুরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া, ভয়ে পলাইয়া যায়। একদিবস, এক শৃগালকে ঐরূপ ভয় দেখাইলে সে বলিল, "অরে গর্দ্দভ, আমার কাছে তোর চালাকি খাটিবে না। আমি যদি তোর স্বর না চিনিতাম, তাহা হইলে সিংহ ভাবিয়া ভয় পাইতাম।"

সিংহচর্ম্মাবৃত—সিংহের চামড়ায় ঢাকা। আধিপত্য—রাজত্ব।
স্থির—সিদ্ধান্ত, ঠিক। লম্ফ ঝম্ফ করিয়া—লাফাইয়া।

ঘোটকের ছায়া।

এক ব্যক্তির একটি ঘোড়া ছিল। সে, ঐ ঘোড়া ভাড়া দিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। গ্রীষ্মকালে একদিন, কোনও ব্যক্তি চলিয়া যাইতে যাইতে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া, ঐ ঘোড়া ভাড়া করিল। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি ঘোড়া হইতে নামিয়া, খানিক বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত, ঘোড়ার ছায়ায় বসিল। তাহাকে ঘোড়ার ছায়ায় বসিতে দেখিযা, যাহার ঘোড়া সে বলিল, "ভাল, তুমি ঘোড়ার ছায়ায় বসিবে কেন? ঘোড়া তোমার নয়; এ আমার ঘোড়া, আমি ইহার ছায়ায় বসিব, তোমায় কখনও বসিতে দিব না।" তখন সে ব্যক্তি বলিল, "আমি সমস্ত দিনের জন্য ঘোড়া ভাড়া করিযাছি; কেন তুমি আমায় ইহার ছায়ায বসিতে দিবে না?" অপর ব্যক্তি বলিল, "তোমাকে ঘোড়াই ভাড়া দিয়াছি, ঘোড়ার ছায়া ত ভাড়া দি নাই।" এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়ে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া মারামারি করিতে লাগিল। এই সুযোগে, ঘোড়া বেগে দৌড়িয়া পলায়ন করিল, আর উহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

ক্লান্ত—পরিশ্রম, অবসন্ন
মধ্যাহ্ন-কাল—বেলা দুই প্রহরের সময়
সুযোগ—সুবিধা।
সন্ধান—উদ্দেশ।

অশ্ব ও গর্দ্দভ।

এক ব্যক্তির একটি অশ্ব ও একটি গর্দ্দভ ছিল। সে কোনও স্থানে যাইবার সময়, সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিত, অশ্ব বহুমূল্যের বস্তু বলিয়া, তাহার উপর কোনও ভার চাপাইত না। এক দিবস, সমুদয় ভার বহিয়া, যাইতে যাইতে, গর্দ্দভের পীড়া উপস্থিত হইল। পীড়ার যাতনা ও ভারের আধিক্য বশতঃ, গর্দ্দভ অতিশয় কাতর হইয়া, অশ্বকে বলিল, "দেখ ভাই, আমি আর এত ভার বহিতে পারিতেছি না; যদি তুমি দয়া করিয়া, কিঞ্চিৎ অংশ লও, তাহা হইলে, আমার অনেক পরিত্রাণ হয়, নতুবা আমি মারা পড়ি।" অশ্ব বলিল, "তুমি ভার বহিতে পার না পার; আমার কি; আমায় তুমি বিরক্ত করিও না; আমি কখনই তোমার ভারের অংশ লইব না।"

গর্দ্দভ আর কিছুই বলিল না; কিন্তু খানিক দূর গিয়া যেমন মুখ থুবড়িয়া পড়িল, অমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল। তখন, ঐ ব্যক্তি সেই সমুদয় ভার অশ্বের পৃষ্ঠে চাপাইল, এবং ঐ ভারের সঙ্গে, মরা গর্দ্দভটিও চাপাইয়া দিল। তখন অশ্ব, সমুদয় ভার ও মরা গর্দ্দভ উভয়ই বহিতে হইল দেখিয়া, আক্ষেপ করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমার

যেমন দুষ্ট স্বভাব, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম। তখন যদি এই ভারের অংশ লইতাম, তাহা হইলে, এখন আমায় সমুদয় ভার ও মরা গর্দ্দভ বহিতে হইত না।"

দ্রব্যসামগ্রী—জিনিষপত্র।
পরিত্রাণ—রক্ষা, মুক্তি।
স্বভাব—চরিত্র, প্রকৃতি।
বহুমূল্যের—অনেক দামের।
বিরক্ত—জ্বালাতন, ত্যক্ত।
উপযুক্ত—উচিতমত।

লবণবাহী বলদ।

এক ব্যক্তি লবণের ব্যবসায় করিত। কোনও স্থানে লবণ সস্তা বিক্রীত হইতেছে শুনিয়া, সে তথায় উপস্থিত হইল, এবং কিছু লবণ কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া লইয়া চলিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে সে যত বোঝাই করিত, এবারে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বোঝাই করিয়াছিল, এজন্য বলদ অতিশয় কাতর হইয়াছিল।

পথের ধারে এক নালা ছিল। ঐ নালায় অনেক জল থাকিত। নালার উপর সাঁক ছিল। সেই সাঁকর উপর দিয়া সকলে যাতায়াত করিত। বলদ, ইচ্ছা করিয়া, সেই সাঁকর উপর হইতে নালায় পড়িয়া গেল। নালায় পড়িয়া যাওয়াতে, অধিকাংশ লবণ জল লাগিয়া গলিয়া গেল। বলদের ভারের অনেক লাঘব হইল, তখন সে অকাতরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

ঐ ব্যক্তি, আর একদিন সেই বলদ লইয়া, লবণ

কিনিতে গিয়াছিল। সে দিনও, ঐ বলদের পৃষ্ঠে অধিক ভার চাপাইল; বলদও পুনরায় ছল করিয়া ঐ নালায় পড়িয়া গেল। এইরূপে দুই দিন অতিশয় ক্ষতি হইলে, ব্যবসায়ী ব্যক্তি বুঝিতে পারিল, বলদ কেবল দুষ্টতা করিয়া আমার ক্ষতি করিতেছে; অতএব ইহাকে দুষ্টতার প্রতিফল দিতে হইবে। এই স্থির করিয়া, সে ব্যক্তি, ঐ বলদ লইয়া, তূল কিনিতে গেল, এবং তূল কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া লইয়া চলিল। বলদ, পূর্ব্ববৎ ভার কমাইবার অভিপ্রায়ে, নালায় পড়িয়া গেল।

ব্যবসায়ী ব্যক্তি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে, লবণ গলিয়া যাইবার ভয়ে, যত শীঘ্র পারে, বলদকে উঠাইত; এবারে অনেক বিলম্ব করিয়া উঠাইল। অনেক বিলম্ব হওয়াতে, তূল ভিজিয়া অতিশয় ভারী হইল। সে, সমুদয় ভিজা তূল, বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া লইয়া চলিল। সুতরাং, সেদিন নালায় পড়িবার পূর্ব্বে, বলদকে যত ভার বহিতে হইযাছিল, নালায় পড়িয়া, তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক ভার বহিতে হইল।

সকল সময়ে এক ফিকির খাটে না।

লবণবাহী—যে লবণ বহন করে।
লাঘব—হাল্‌কা।
দুষ্টতা—দুষ্টামি।
পূর্ব্ববৎ—আগেকার মত।
ব্যবসায়—বাণিজ্য।
ব্যবসায়ী—বাণিজ্যকারী।
প্রতিফল—উপযুক্ত শাস্তি।
অভিপ্রায়ে—মতলবে, ইচ্ছায়।

হরিণ।

এক হরিণ খালে জলপান করিতে গিয়াছিল। জলপান করিবার সময়ে, জলে তাহার শরীরের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল। সেই প্রতিবিম্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, হরিণ বলিল, আমার শৃঙ্গ যেমন দৃঢ়, তেমনই সুন্দর; কিন্তু আমার পা দেখিতে অতি কদর্য্য ও অকর্ম্মণ্য। হরিণ এইরূপে আপন অবয়বের দোষ ও গুণের বিবেচনা করিতেছে, এমন সময়ে ব্যাধেরা আসিয়া তাড়া করিল। সে, প্রাণভয়ে এত বেগে পলাইতে লাগিল যে, ব্যাধেরা অনেক পশ্চাতে পড়িল। কিন্তু জঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্র, তাহার শৃঙ্গ লতায় এমন জড়াইয়া গেল যে, আর সে পলায়ন করিতে পারিল না। তখন ব্যাধেরা আসিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। হরিণ এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল যে, আমি যে অবয়বকে কদর্য্য ও অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, উহা আমায় শত্রুহস্ত হইতে বাঁচাইয়াছিল; কিন্তু যে অবয়বকে দৃঢ় ও সুন্দর বোধ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাহাই আমার প্রাণনাশের হেতু হইল।

প্রতিবিম্ব—ছায়া। কদর্য্য—খারাপ, বিশ্রী।
অকর্ম্মণ্য—কাজের অযোগ্য। শত্রুহস্ত হইতে—বিপক্ষদের হাত থেকে।
সন্তুষ্ট—আনন্দিত। প্রাণনাশের—জীবন-নাশের।

বালকগণ ও ভেকসমূহ।

কতকগুলি বালক, এক পুষ্করিণীর ধারে খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে, তাহারা দেখিতে পাইল, জলে কতকগুলি ভেক ভাসিয়া রহিয়াছে। তাহারা ভেকদিগকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুড়িতে আরম্ভ করিল; ডেলা লাগিয়া কয়েকটী ভেক মরিয়া গেল। তখন একটী ভেক বালকদিগকে বলিল, "ওহে বালকগণ, তোমরা এ নিষ্ঠুর খেলা ছাড়িয়া দাও। ডেলা ছোড়া তোমাদের পক্ষে খেলা বটে; কিন্তু আমাদের পক্ষে প্রাণনাশক হইতেছে।"

পুষ্করিণী—পুকুর। লক্ষ্য করিয়া—উদ্দেশ করিয়া।
প্রাণনাশক—জীবন ধ্বংসকারী। নিষ্ঠুর—নির্দ্দয়।

বাঘ ও ছাগল।

এক বাঘ, পাহাড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল, একটী ছাগল ঐ পাহাড়ের অতি উচ্চ স্থানে চরিতেছে। ঐ স্থানে উঠিয়া, ছাগলের প্রাণসংহার করিয়া, তদীয় রক্ত ও মাংস খাওয়া, বাঘের পক্ষে সহজ নহে; এজন্য সে কৌশল করিয়া, নীচে নামাইবার নিমিত্ত বলিল, "ভাই ছাগল, তুমি ওরূপ উচ্চ স্থানে বেড়াইতেছ কেন? যদি দৈবাৎ পড়িয়া যাও, মরিয়া যাইবে। বিশেষতঃ, নীচের ঘাস যত মিষ্ট ও কোমল, উপরের ঘাস তত মিষ্ট ও তত

কোমল নয়। অতএব নামিয়া আইস।” ছাগল বলিল, “ভাই বাঘ, তুমি আমায় মাপ কর, আমি নীচে যাইতে পারিব না। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি আপন আহারের নিমিত্ত আমায় নীচে যাইতে বলিতেছ, আমার আহারের নিমিত্ত নহে।”

উচ্চ স্থানে—উঁচু জায়গায়। প্রাণসংহার—জীবন-নাশ।
সহজ—সোজা, অনায়াসসাধ্য। বিশেষতঃ—অধিকন্তু, বস্তুতঃ।
মিষ্ট—সুস্বাদু, ভাল। কোমল—নরম।

সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার।

সিংহ ও আর কতিপয় জন্তু মিলিয়া শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহারা নানা বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে

এক বৃহৎ হরিণ শিকার করিল। ভাগের সময় উপস্থিত হইলে, সিংহ বলিল, "তোমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; আমি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, সেই হরিণকে সমান তিন ভাগ করিয়া, সিংহ বলিল, "দেখ, প্রথম ভাগ আমি লইব, কারণ আমি সকল পশুর রাজা; আর আমি শিকারে যে পরিশ্রম করিয়াছি, সেই পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ, দ্বিতীয় ভাগ লইব; তৃতীয় ভাগের বিষয় আমার বক্তব্য এই যাহার ক্ষমতা থাকে, সে লউক।" অন্য অন্য পশুরা, সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, "প্রবল লোকেরা স্বার্থপর ও বিবেচনাশূন্য হইলে, দুর্ব্বলের পক্ষে এইরূপ বিচারই হইয়া থাকে।"

শিকার—প্রাণিবধ। যথাযোগ্য—উচিতমত, যথোপযুক্ত
বক্তব্য—বলিবার বিষয়। প্রবল—বলবান্, বলশালী।
স্বার্থপর—স্বকার্য্যসাধনে তৎপর। বিচার—ভালমন্দ মীমাংসা।

জ্যোতির্ব্বেত্তা।

এক জ্যোতির্ব্বেত্তা, প্রতিদিন রাত্রিতে নক্ষত্র দর্শন করিতেন। একদিন তিনি আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া, নিবিষ্টমনে নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে পথে চলিয়া যাইতেছিলেন। সম্মুখে এক কূপ ছিল; দেখিতে না পাইয়া,

তাহাতে পড়িয়া গেলেন। তিনি কূপে পতিত হইয়া নিতান্ত কাতরস্বরে এই বলিয়া লোকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, "ভাই রে, কে কোথায় আছ, সত্বর আসিয়া কূপ হইতে উঠাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর।" এক ব্যক্তি নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া, কূপের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং পড়িয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিয়া, সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তুমি যে পথে চলিয়া যাও, সেই পথের কোথায় কি আছে, তাহা জানিতে পার না; কিন্তু আকাশের কোথায় কি আছে, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলে।"

জ্যোতির্ব্বেত্তা—জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ। নিবিষ্টমনে—একমনে।
কাতরস্বরে—ব্যাকুল-স্বরে। কাতরোক্তি—কাতরতাসূচক বাক্য।
অবগত হইয়া—জানিয়া। ব্যস্ত—ব্যগ্র।

গর্দ্দভ, কুক্কুট ও সিংহ।

এক গর্দ্দভ ও এক কুক্কুট, উভয়ে এক স্থানে বাস করিত। একদিন ঐ স্থানের নিকট দিয়া এক সিংহ যাইতেছিল। সিংহ, গর্দ্দভকে পুষ্টকায় দেখিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিয়া, মাংসভক্ষণের মানস করিল। গর্দ্দভ, সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অতিশয় ভীত হইল।

এরূপ প্রবাদ আছে, সিংহ কুক্কুটের শব্দ শুনিলে

অতিশয় বিরক্ত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া যায়। দৈবযোগে ঐ সময়ে কুক্কুট শব্দ করাতে, সিংহ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল। কি কারণে সিংহ সহসা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, গর্দ্দভ ভাবিল, সিংহ আমার ভয়ে পলায়ন করিতেছে। এই স্থির করিয়া, গর্দ্দভ, আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সিংহের পশ্চাতে ধাবমান হইল। সিংহ ফিরিয়া এক চপেটাঘাতে গর্দ্দভের প্রাণসংহার করিল।

নির্ব্বোধেরা আপনাকে বড় জ্ঞান করিয়া মারা পড়ে।

পুষ্টকায়—মোটা, স্থূলকায়। মানস—ইচ্ছা।
অভিপ্রায়—মতলব। ভীত—ভয়যুক্ত, শঙ্কিত।
বিরক্ত—জ্বালাতন, ত্যক্ত। চপেটাঘাত—চাপড়।

অশ্ব ও গর্দ্দভ।

এক গর্দ্দভ, ভারী বোঝাই লইয়া, অতি কষ্টে চলিয়া যাইতেছে; এমন সময়ে এক যুদ্ধের অশ্ব, অতি বেগে খট্ খট্ করিয়া, সেই খান দিয়া চলিয়া যায়। অশ্ব গর্দ্দভের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "ওহে গাধা, পথ ছাড়িয়া দে; নতুবা এক পদাঘাতে তোর প্রাণসংহার করিব।" গর্দ্দভ ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল; এবং আপনার দুর্ভাগ্য ও অশ্বের সৌভাগ্য ভাবিয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখ করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে ঐ অশ্ব যুদ্ধে গেল। তথায় এমন আঘাত লাগিল যে, সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল; সুতরাং আর যুদ্ধে যাইবার উপযুক্ত রহিল না। ইহা দেখিয়া, অশ্বস্বামী উহাকে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিল।

একদিন বেলা দুই প্রহরের রৌদ্রে অশ্ব লাঙ্গল বহিতেছে; এমন সময়, সেই গর্দ্দভ, ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, এবং অশ্বের ক্লেশ দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি অতি মূঢ়; এজন্য তখন উহার সৌভাগ্য দেখিয়া, দুঃখ ও ঈর্ষ্যা করিয়াছিলাম। এক্ষণে উহার দুর্দ্দশা দেখিয়া, চক্ষে জল আইসে। আর এও অতি মূঢ়, সৌভাগ্যের সময় গর্ব্বিত হইয়া, অকারণে আমায় অপমান করিয়াছিল। তখন জানিত না যে, সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। এখন আমার অপেক্ষাও, উহার দুরবস্থা অধিক।"

অতি বেগে—খুব জোরে। দুর্ভাগ্য—দুরদৃষ্ট, দুর্দ্দশা।
সৌভাগ্য—সুখের অবস্থা, উত্তম অবস্থা। অশ্বস্বামী—ঘোড়ার প্রভু।
নিযুক্ত—রত। গর্ব্বিত—অহঙ্কারী, অহঙ্কৃত।
অকারণে—বিনাকারণে, বিনাদোষে। চিরস্থায়ী—যাহা চিরকাল থাকে।

সিংহ ও নেকড়ে বাঘ।

একদিন, এক নেকড়ে বাঘ খোঁযাড় হইতে একটি মেষশাবক লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, সিংহ বলপূর্ব্বক ঐ মেষশাবক

কাড়িয়া লইল ; নেকড়ে, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল ; পরে বলিল, "এ অতি অবিচার ; তুমি অন্যায় করিয়া, আমার বস্তু কাড়িয়া লইলে।" সিংহ, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি যেরূপ কথা বলিতেছ, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, তুমি মেষশাবক অন্যায় করিয়া আন নাই ; মেষপালক তোমায় উপহার দিয়াছিল।"

স্তব্ধ—অবাক্, নিস্তব্ধ। অবিচার—অন্যায়।
অন্যায়—অধর্ম্ম। উপহার—সওগাদ, ভেট।

বৃদ্ধ সিংহ।

এক সিংহ, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়াছিল। সে, একদিন ভূমিতে পড়িয়া ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতেছে ; এমন সময়ে, এক বনবরাহ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত ঐ বনবরাহের বিরোধ ছিল ; কিন্তু সিংহ অতিশয় বলবান্ বলিযা, সে কিছুই করিতে পারিত না। এক্ষণে সিংহের এই অবস্থা দেখিয়া, সে বারংবার দন্তাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। সিংহের নড়িবার ক্ষমতা ছিল না ; সুতরাং বনবরাহের দন্তাঘাত সহ্য করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, এক বৃষ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের সহিত এই বৃষের বিরোধ ছিল। এক্ষণে সে, সিংহকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া, শৃঙ্গ দ্বারা প্রহার করিয়া চলিয়া গেল। সিংহ এ অপমানও সহ্য করিয়া রহিল।

দেখাদেখি এক গর্দ্দভ ভাবিল, সিংহের যখন বল ও বিক্রম ছিল, তখন আমাদের সকলের উপরেই অত্যাচার করিযাছে। এখন সময় পাইয়া, সকলেই সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ করিতেছে। বনবরাহ ও বৃষ, সিংহের অপমান করিয়া চলিয়া গেল; সিংহ কিছুই করিতে পারিল না। আমি সময় পাইয়াছি, ছাড়ি কেন? এই বলিয়া, সিংহের নিকটে গিয়া, সে তাহার মুখে পদাঘাত করিল। তখন সিংহ আক্ষেপ করিয়া বলিল, "হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিল! যে সকল পশু আমায় দেখিলে ভয়ে কাঁপিত, তাহারা অনায়াসে আমার অপমান করিতেছে। যাহা হউক, বনবরাহ ও বৃষ বলবান্ জন্তু; তাহারা যে অপমান করিযাছিল, তাহা আমার কথঞ্চিৎ সহ্য হইয়াছিল। কিন্তু সকল পশুর অধম গর্দ্দভ যে আমায পদাঘাত করিল, ইহা অপেক্ষা আমার শতবার মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল।"

ঘন ঘন—ক্রমাগত, অনবরত। বিরোধ—ঝগড়া।
বলবান্—জোরাল, বলশালী। দন্তাঘাত করিয়া—কামড়াইয়া।
মৃতবৎ—মরার মত। আক্ষেপ—দুঃখ, খেদ।
দুর্ভাগ্যবশতঃ—দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত। কথঞ্চিৎ—কোনও রূপে।

মেষপালক ও নেকড়ে বাঘ।

এক মেষপালক, একটি মেষ কাটিয়া, পাক করিযা, আত্মীয়দিগের সহিত আহার ও আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে, এমন

সময়ে এক নেকড়ে বাঘ, নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সে মেষপালককে মেষের মাংস ভক্ষণে আমোদ করিতে দেখিয়া বলিল, "ভাই হে, যদি আমায় ঐ মেষের মাংস খাইতে দেখিতে, তাহা হইলে তুমি কতই হাঙ্গাম করিতে।"

মানুষেব স্বভাব এই, অন্যকে যে কর্ম্ম করিতে দেখিলে গালাগালি দিয়া থাকে, আপনারা সেই কর্ম্ম করিয়া দোষ বোধ করে না।

পাক করিয়া—রন্ধন করিয়া। আত্মীয়দিগের—কুটুম্বদিগের।
আমোদ-আহ্লাদ—আমোদ-প্রমোদ। স্বভাব—প্রকৃতি।

কুকুর ও অশ্বগণ।

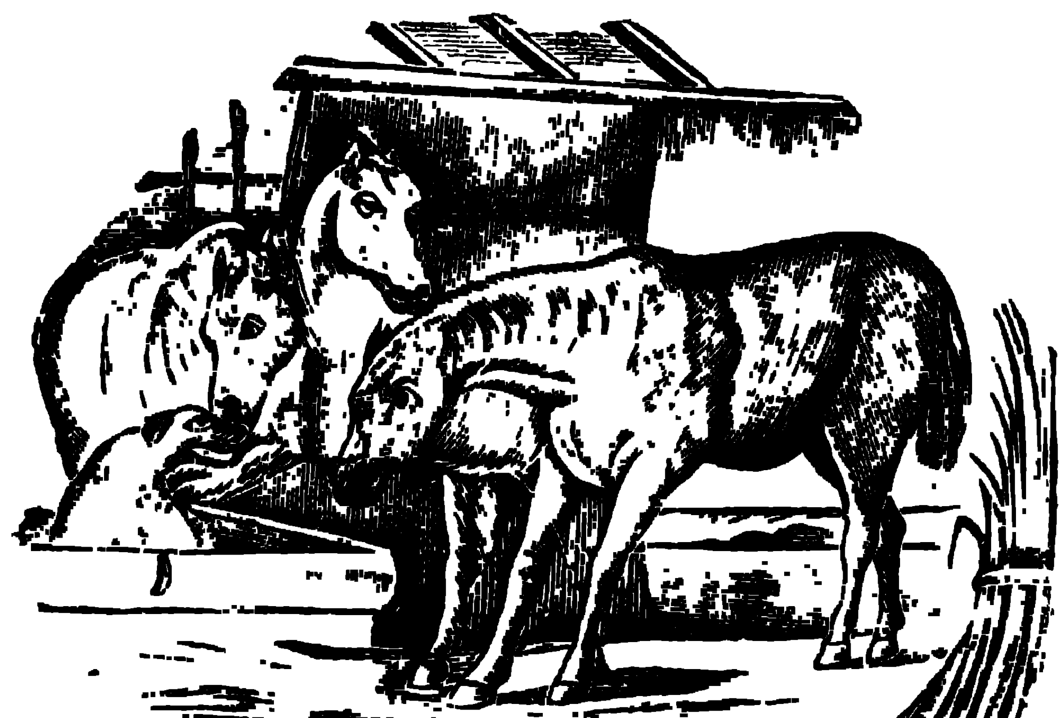

এক কুকুর, অশ্বগণের আহারস্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। অশ্বগণ আহার করিতে গেলে, সে ভয়ানক

চীৎকার করিত, এবং দংশন করিতে উদ্যত হইয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। একদিন এক অশ্ব বলিল, "দেখ, এই হতভাগা কুকুর কেমন দুর্বৃত্ত! আহারের দ্রব্যের উপর শয়ন করিয়া থাকিবে, আপনিও আহার করিবে না, এবং যাহারা ঐ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিবে তাহাদিগকেও আহার করিতে দিবে না।"

ভয়ানক—ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত। দংশন করিতে—কামড়াইতে।
হতভাগা—পাজি, দুর্ভাগা, দুষ্ট। উদ্যত—উদ্যোগী।

পিপীলিকা ও পারাবত।

এক পিপীলিকা, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। সে হঠাৎ জলে পড়িয়া গিয়া, ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এক পারাবত, বৃক্ষের শাখায় বসিয়া ছিল। সে, পিপীলিকার এই বিপদ্ দেখিয়া, গাছের একটি পাতা ভাঙ্গিয়া, জলে ফেলিয়া দিল। ঐ পাতা পিপীলিকার সম্মুখে পড়াতে, সে তাহার উপর উঠিয়া বসিল, এবং পাতা কিনারায় লাগিবামাত্র তীরে উঠিল।

এইরূপে, পারাবতের দয়া ও সাহায্যে প্রাণদান পাইয়া, পিপীলিকা মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছে; এমন সময়ে, হঠাৎ দেখিতে পাইল, এক ব্যাধ জাল চাপা দিয়া, পায়রাকে ধরিবার উপক্রম করিতেছে;

কিন্তু পায়রা কিছুই জানিতে পারে নাই; সুতরাং সে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে। পিপীলিকা, প্রাণদাতার এই বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, সত্বর গিয়া, ব্যাধের পায়ে এমন কামড়াইল যে, সে জ্বালায় অস্থির হইয়া, জাল ফেলিয়া দিল, এবং মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এই অবকাশে, পায়রাও আপনার বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া, তথা হইতে উড়িয়া গেল।

পারাবত—পায়রা।
সাহায্যে—সহায়তায়
তৃষ্ণায়—পিপাসায়।
উপক্রম—উদ্যোগ।

কাক ও শৃগাল।

এক কাক, কোনও স্থান হইতে এক খণ্ড মাংস আনিয়া, বৃক্ষের শাখায় বসিল। সে ঐ মাংস খাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে, এক শৃগাল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, কাকের মুখে মাংসখণ্ড দেখিয়া, মনে মনে স্থির করিল, কোনও উপায়ে কাকের মুখ হইতে ঐ মাংস লইয়া আহার করিতে হইবে। অনন্তর, সে কাককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাই কাক, আমি তোমার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পক্ষী কখনও দেখি নাই। কেমন পক্ষ! কেমন চক্ষু! কেমন গ্রীবা! কেমন

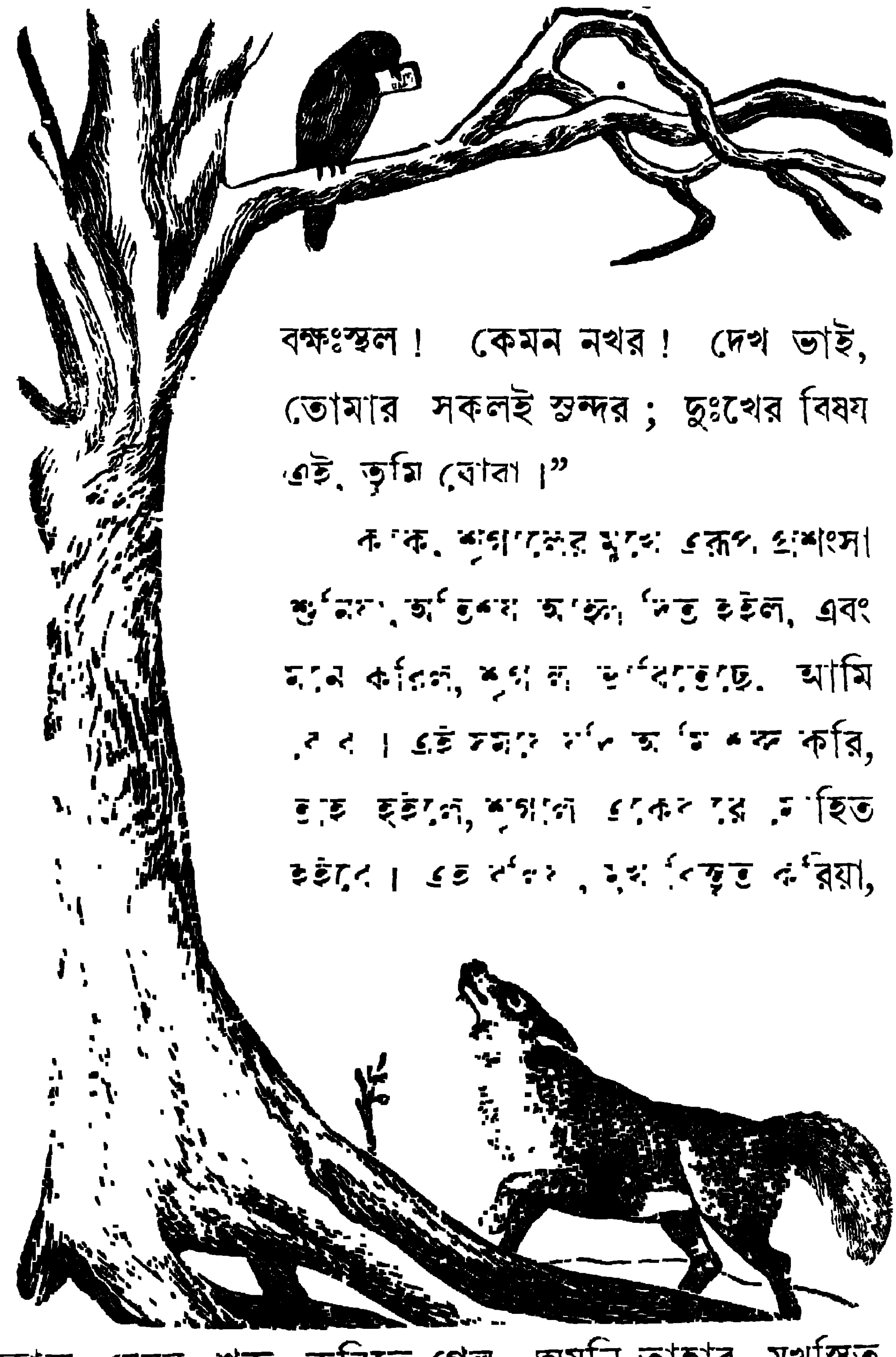

বক্ষঃস্থল! কেমন নখর! দেখ ভাই, তোমার সকলই সুন্দর; দুঃখের বিষয় এই, তুমি বোবা।”

কাক, শৃগালের মুখে এরূপ প্রশংসা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইল, এবং মনে করিল, শৃগাল ভাবিয়াছে, আমি বোবা। এই সময়ে যদি আমি শব্দ করি, তাহা হইলে, শৃগাল একেবারে মোহিত হইবে। এই ভাবিয়া, মুখ বিস্তৃত করিয়া, কাক যেমন শব্দ করিতে গেল, অমনি তাহার মুখস্থিত

মাংসখণ্ড ভূমিতে পতিত হইল। শৃগাল যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া, ঐ মাংসখণ্ড উঠাইয়া লইল, এবং মনের সুখে খাইতে খাইতে তথা হইতে চলিয়া গেল। কাক, হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

আপন ইষ্ট সিদ্ধ করা অভিপ্রেত না হইলে, কেহ কাহারও খোসামোদ করে না। আর যাহারা খোসামোদের বশীভূত হয়, তাহাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়।

মাংসখণ্ড—মাংসের টুক্‌রা। উপায়ে—ফিকিরে, কৌশলে।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—যাহার সমস্ত অঙ্গই সুশ্রী বক্ষঃস্থল—বুক।
প্রশংসা—সুখ্যাতি। মোহিত—মুগ্ধ।
মুখস্থিত—যাহা মুখে ছিল। হতবুদ্ধি—অবাক্‌।
অভিপ্রেত—বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত। বশীভূত—বশতাপন্ন, বশ।

জলমগ্ন বালক।

এক বালক পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিল। হঠাৎ অধিক জলে পড়িয়া, তাহার মরিবার উপক্রম হইল। দৈবযোগে সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিলেন। বালক, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কাতরবাক্যে বলিল, "ওগো মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া আমায় তুলুন, নতুবা আমি ডুবিয়া মরি।" তিনি অগ্রে তাহাকে জল হইতে না উঠাইয়া, ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বালক বলিল, "আগে আমায় উঠাইয়া, পরে ভর্ৎসনা

করিলে ভাল হয়। আপনকার ভৎর্সনা করিতে করিতে আমার প্রাণত্যাগ হয়।”

জলমগ্ন—যে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। উপক্রম—আরম্ভ, উদ্যম।
দৈবযোগে—হঠাৎ, দৈবাৎ। কাতরবাক্যে—ব্যাকুলস্বরে।
মহাশয়—মহাত্মন্, মহানুভব। ভৎর্সনা—তিরস্কার।

শিকারী ও কাঠুরিয়া।

এক ব্যক্তি জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিল। ইতস্ততঃ অনেক ভ্রমণ করিয়া, সে সম্মুখে এক কাঠুরিয়াকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, “ওহে, সিংহ কোন্ স্থানে থাকে বলিতে পার?” কাঠুরিয়া বলিল, “হাঁ, বলিতে পারি; তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি একেবারে তোমাকে সিংহই দেখাইয়া দিতেছি।” এই কথা শুনিয়া, শিকারী ব্যক্তি, ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, এবং তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, “না ভাই, আমার সিংহের প্রয়োজন নাই; আমি কেবল সিংহের স্থান অন্বেষণ করিতেছি।” কাঠুরিয়া, তাহাকে কাপুরুষ স্থির করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, আপন কর্ম্ম করিতে লাগিল।

কাপুরুষেরা মুখে বীরত্ব প্রকাশ করে; কিন্তু বীরত্ব প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলে, তাহাদের বুদ্ধিলোপ হইয়া যায়।

কাঠুরিয়া—কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী। কাপুরুষ—ভীরু-স্বভাব, ভীত।
বীরত্ব—বীরের কার্য্য, জোর, বল। বুদ্ধি-লোপ—বুদ্ধি-নাশ।

সিংহ ও কৃষক।

একদা এক সিংহ কোনও কৃষকের গোয়ালবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। কৃষক, ঐ সিংহকে ধরিবার নিমিত্ত, গোয়াল-বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, উহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল। সিংহ, প্রথমতঃ পলাইবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, আর সহজে পলাইবার উপায় নাই। তখন সে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া, গোয়ালের গরুর প্রাণসংহার করিতে আরম্ভ করিল। কৃষক, সিংহকে ধরা অসাধ্য ভাবিয়া, এবং গোয়ালের গরু নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল; এবং সিংহ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল।

সিংহের গর্জ্জন ও গোলযোগ শুনিয়া কৃষকের স্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে, স্বামীকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিযা, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, ভৎর্সনা করিযা বলিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি, তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছ। আমি তোমার মত পাগল কখনও দেখি নাই। যে জন্তুকে দূরে দেখিলে লোকে ভয়ে পলায়ন করে, তুমি সেই দুরন্ত জন্তুকে ধরিবার বাসনা করিয়াছিলে।"

ব্যতিব্যস্ত—বিরক্ত, জ্বালাতন। ভয়ঙ্কর—ভয়ানক, ভীষণ।

গর্জ্জন—চীৎকার। প্রাণসংহার—প্রাণবধ, জীবননাশ।
অসাধ্য—ক্ষমতার অতীত। গোলযোগ—গোলমাল।
সবিশেষ—আগাগোড়া। ফল—পুরস্কার, পারিতোষিক।

পিপীলিকা ও তৃণকীট।

এক পিপীলিকা, শরৎকালে শস্যের সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। শীতকালে, একদিন সে কিছু শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিবার নিমিত্ত, বাহির করিতে লাগিল। এক তৃণকীট ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল। সে, পিপীলিকাকে বলিল, "দেখ ভাই, আহার না পাইয়া, আমার প্রাণ-বিয়োগের উপক্রম হইয়াছে। যদি তুমি, দয়া করিয়া, তোমার সঞ্চিত শস্যের কিয়ৎ অংশ আমাকে দাও, তাহা হইলে আমার প্রাণরক্ষা হয়।" পিপীলিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সমস্ত শরৎকাল কি করিয়াছিলে?" সে বলিল, "আমি আলস্যে কাল হরণ করি নাই; সমস্ত শরৎকাল অবিশ্রামে গান করিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া, পিপীলিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যখন তুমি সমস্ত শরৎকাল গান করিয়া কাটাইয়াছ, সমস্ত শীতকাল নৃত্য করিয়া কাটাও।"

শরৎকালের সঞ্চয়, শীতকালের সংস্থান হয়।

তৃণকীট—তৃণের পোকা। মৃতপ্রায়—মড়ার মত।
প্রাণবিয়োগের—জীবননাশের। সঞ্চিত—সংগৃহীত।
কালহরণ—সময়াতিপাত, কাল কাটান। অবিশ্রামে—অনবরত।

পায়রা ও চীল।

এক চীলের সহিত, কতকগুলি পায়রার অতিশয় বিরোধ ছিল। চীল, পায়রাদের অতি প্রবল শক্র। তাহার ভয়ে উহারা সর্ব্বক্ষণ শঙ্কিত থাকিত। উহারা নিজ নিজ নীড়ে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিত; কদাচ নীড় হইতে বহির্গত হইত না; সুতরাং চীল, কোনও ক্রমে উহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিত না।

এক দিন চীল, মনে মনে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, পায়রাদের নিকট গিয়া বলিল, "দেখ, তোমরা বড় নির্ব্বোধ; নতুবা তোমাদিগকে সদা শঙ্কিত থাকিয়া, কালযাপন করিতে হইবে কেন? যদি তোমরা আমার পরামর্শ শুন, তাহা হইলে তোমাদের আর কোনও ভয় ও ভাবনা থাকে না। তোমরা সকলে একমত হইয়া আমাকে তোমাদের রাজা কর; তাহা হইলে তোমরা আমার প্রজা হইবে; আমি যত্নপূর্ব্বক তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব; কেহ আর তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না।"

নির্ব্বোধ পারাবতেরা ধূর্ত্ত চীলের কপট বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে আপনাদের রাজা করিল। চীল, রাজা হইয়া, প্রত্যহ এক এক পারাবতের প্রাণসংহার করিয়া,

ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের যেমন বুদ্ধি, তেমনি ঘটিয়াছে।

যাহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া, বিপক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, অবশেষে তাহাদের বিষম দুর্দ্দশা ঘটে।

বিরোধ—ঝগড়া, বিবাদ, শত্রুতা। প্রবল—বলবান্, ভয়ঙ্কর।
শঙ্কিত—ভয়যুক্ত, ভীত। আত্মরক্ষা—আপনার প্রাণরক্ষা।
দুষ্ট-অভিসন্ধি—কু-মতলব, শঠতা। একমত হইয়া—মিলিত হইয়া।

বানর ও মৎস্যজীবী।

এক নদীতে জেলেরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছিল। এক বানর নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে বসিয়া, তাহাদের মাছধরা দেখিতেছিল। কোনও প্রয়োজনবশতঃ, জেলেরা সেইখানে জাল রাখিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া, বানরের, জেলেদের মত মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল। তখন সে, গাছ হইতে নামিয়া আসিল, এবং জাল লইয়া যেমন নাড়িতে লাগিল, অমনি তাহার হাত পা জালে জড়াইয়া গেল ; আর সে জাল ছাড়াইয়া পলাইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা রহিল না। জেলেরা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, এবং দুষ্ট বানর আমাদের জাল ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে, এই মনে করিয়া, অবিলম্বে ঐ স্থানে উপস্থিত হইল ; এবং সকলে মিলিয়া, যষ্টিপ্রহার দ্বারা তাহাকে

বিলক্ষণ শিক্ষা দিল। বানর মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার যেমন

কর্ম্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম; আমি মাছ ধরিবার কিছুই জানি না; কেন জালে হাত দিলাম?"

মৎস্যজীবী—ধীবর, জেলে। প্রয়োজনবশতঃ—দরকারের জন্য।
সম্ভাবনা—উপায়, আশা, ভরসা। অবিলম্বে—তৎক্ষণাৎ, শীঘ্র।
যষ্টিপ্রহার—লাঠির আঘাত। বিলক্ষণ—উত্তমরূপ, ভাল রকম।

অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক।

এক কৃষকের এক টাটু ঘোড়া ছিল। সে, একদিন আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘোড়া বাজারে বেচিতে যাইতেছে। সে সময়ে ঐ পথ দিয়া কতকগুলি বালক হাস্য ও কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, কৃষক ও তাহার পুত্রের উল্লেখ করিয়া, আপনার সহচরদিগকে বলিল, "তোমরা ইহাদের মত নির্ব্বোধ কখনও দেখ নাই। অনায়াসে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারে; না যাইয়া আপনারা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে।"

বৃদ্ধ, বালকের উপহাসবাক্য শুনিয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিল, আপনি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথের ধারে কয়েকজন বৃদ্ধ, কোনও বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, কৃষকের পুত্রকে ঘোড়ায় চড়িয়া আর কৃষককে ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা যথার্থ কি না। এ কালে বৃদ্ধের সম্মান নাই; ঐ দেখ, বেটা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর বুড়া বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছেন।" এই বলিয়া, তিনি কৃষকের পুত্রকে ধমকাইয়া বলিলেন, "আরে পাপিষ্ঠ, বৃদ্ধ পিতা চলিয়া

যাইতেছেন, আর তুই ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিস্; তোর কিছুই বিবেচনা নাই?”

কৃষকের পুত্র অতিশয় লজ্জিত হইল, এবং আপনি ঘোড়া হইতে নামিয়া, পিতাকে চড়াইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গেলে পর কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, “কে জানে এ মিন্সের কেমন আক্কেল; আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর ছোট ছেলেটিকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে।” বৃদ্ধ শুনিয়া লজ্জিত হইয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইল।

এইরূপে খানিক দূরে গেলে পর এক ব্যক্তি কৃষককে বলিল, “ওহে ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এ ঘোড়াটী কার?” কৃষক বলিল, “ও আমার ঘোড়া।” তখন সেই ব্যক্তি বলিল, “তোমার আচরণ দেখিয়া তোমার বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার হইলে, তুমি উহার উপর এত নির্দ্দয় হইতে না। কোন্ বিবেচনায়, এমন ছোট ঘোড়ার উপর দুইজনে চড়িয়া বসিয়াছ? ঘোড়াকে এতক্ষণ যেমন কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।”

এই ভর্ৎসনা শুনিয়া, তাহারা পিতা পুত্রে ঘোড়া হইতে নামিল, দড়ি দিয়া ঘোড়ার পা বাঁধিল, এবং পায়ের ভিতরে বাঁশ দিয়া, কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বাজারের

নিকট একটি খাল ছিল। তাহারা ঐ খালের পুলের উপর উঠিলে, বাজারের লোকে এই তামাসা দেখিতে উপস্থিত হইল। মানুষে জীয়ন্ত ঘোড়া কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া, সকল লোকে এত হাসি তামাসা করিতে ও হাততালি দিতে লাগিল যে, ঘোড়া ভয় পাইয়া, জোর করিয়া, পায়ের দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং দড়ি ছিঁড়িবামাত্র, খালের জলে পড়িয়া, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল।

কৃষক লোকের ঠাট্টা তামাসায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও লজ্জিত হইল, এবং হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, আমি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়া, কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না; লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল।

কৌতুক—তামাসা, আমোদ, আহ্লাদ।
উপহাসবাক্য—ঠাট্টার কথা।
পাপিষ্ঠ—পাপী, পাপাচারী।
নির্দ্দয়—দয়াশূন্য, নিষ্ঠুর।
সহচরদিগকে—সঙ্গীদিগকে।
বাদানুবাদ—তর্কবিতর্ক।
আক্কেল—বিবেচনা।
যৎপরোনাস্তি—যারপরনাই।

শৃগাল ও ছাগল।

এক শৃগাল, হঠাৎ এক গভীর গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিল। সে, গর্ত্ত হইতে উঠিবার নিমিত্ত, নানাবিধ চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সেই সময়ে, এক ছাগল ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সে

পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছিল, জলপানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া, শৃগালকে জিজ্ঞাসিল, "ভাই, এই গর্ত্তের জল সুস্বাদু কি না, এবং ইহাতে অধিক জল আছে কি না?" ধূর্ত্ত শৃগাল, প্রকৃত অবস্থার গোপন করিয়া ছলপূর্ব্বক

বলিল, "ভাই, ও কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছ? জলের স্বাদের কথা কি বলিব, যত পান করিতেছি, আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতেছে না; আর এত অধিক জল

আছে যে, সংবৎসর পান করিলেও ফুরাইবে না। অতএব, আর কেন বিলম্ব করিতেছ, সত্বর নামিয়া আসিয়া, পিপাসার শান্তি কর।

এই কথা শুনিবামাত্র, ছাগল, আর কোনও বিবেচনা না করিয়া লম্ফ দিয়া গর্ত্তে পতিত হইল। শৃগাল, তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া, লম্ফ দিয়া অনায়াসে উপরে উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে ছাগলকে বলিল, "অরে নির্ব্বোধ, তোর দাড়ির পরিমাণ যেরূপ, যদি সেই পরিমাণে তোর বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুই কখনই আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া, গর্ত্তে পড়তিস্ না।"

লম্ফ দিয়া—লাফ দিয়া। তৎক্ষণাৎ—তখনই।
অনায়াসে—অক্লেশে, সহজে। নির্ব্বোধ—বুদ্ধিহীন, বোকা।
কৃতকার্য্য—সফলকাম, কার্য্যক্ষম। ছলপূর্ব্বক—চাতুরী করিয়া।
আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি—তৃপ্তি, ইচ্ছাপরিপূরণ। সংবৎসর—বার মাস, একবৎসর।

সিংহ ও শৃগাল।

সিংহ পশুরাজ; বনের সকল পশুই সিংহকে ভয় করে। সিংহ যেমন বলবান্, তেমনই উহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। সে গর্জ্জন শুনিয়া অনেক পশু ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এক শৃগাল এমন এক বনে বাস করিত, যে বনে সিংহ ছিল না। দৈবাৎ একদিন সে আহারের চেষ্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে পার্শ্বস্থ এক বনে উপস্থিত হইল। ঐ বনে পশুরাজ সিংহ বাস

করিত। শৃগাল বনে বিচরণ করিতে করিতে সিংহের গর্জ্জন শুনিবামাত্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে পলাইল। তাহার পর যখন সে সিংহের সাক্ষাৎ পাইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও কেশরগুচ্ছ দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ইহার পর আর একদিন সেই বনে আহার অন্বেষণে আসিয়া শৃগাল আবার সিংহের দর্শন পাইল। তখনও যে তাহার ভয় হইল না এমন নহে, তবে এবার সে ভয়ে অজ্ঞান হইল না। সে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিল, সিংহ দেখিতে প্রকাণ্ড দেহ হইলেও তাহারই মত পশু ব্যতীত অপর কিছুই নহে। তখন তাহার ভয় অনেকটা দূর হইল, সে সিংহকে দেখিয়া পলায়ন করিল না।

তৃতীয়বার শৃগাল যখন সিংহ দেখিল, তখন সে সামান্য পরিমাণে ভীত হইল বটে, কিন্তু সিংহকে ভয়ের ভাব দেখাইল না, সাহসে ভর করিয়া সিংহের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। শেষে এমন দিন আসিল, যখন শৃগাল সিংহের সাক্ষাৎ পাইয়া আদৌ ভীত হইল না, বরং সিংহের নিকটে গিয়া নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বন্ধু! কেমন আছ?"

দূর হইতে ভয়কে বড় দেখায়, নিকটে আসিলে পরিচয়ে অশ্রদ্ধা জন্মে।

বলবান্—শক্তিশালী	ভয়ঙ্কর—যাহা শুনিলে ভয় হয়, ভীষণ।
গর্জ্জন—নাদ, শব্দ।	দৈবাৎ—হঠাৎ।
বিচরণ—ভ্রমণ।	আদৌ—একটুও।

ও মুক্তাফল।

এক কুক্কুট, স্বীয় শাবকদিগের নিমিত্ত খামারে আহারের অন্বেষণ করিতেছিল। সেই স্থানে একটি মুক্তা পড়িয়াছিল। কুক্কুট, ঐ মুক্তা দেখিয়া, উহাকে বলিতে লাগিল, "যাহারা তোমার আদর করে, তাহাদের মতে তুমি অতি সুশ্রী ও মহামূল্য বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তোমাকে সেরূপ মনে করি না। তুমি আমার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। পৃথিবীতে যত রকমের মুক্তা আছে, সে সব অপেক্ষা যব, ধান্য বা কলাই পাইলে, আমি অধিক সন্তুষ্ট হইব।"

নির্ব্বোধেরা, অকিঞ্চিৎকর পদার্থকে মহামূল্য জ্ঞান করিয়া উহার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়ায়।

কুক্কুট—কুক্‌ড়া।	অন্বেষণ—অনুসন্ধান।
সুশ্রী—সুন্দর।	মহামূল্য—মহার্ঘ, অত্যন্ত দামী।
সন্দেহ—সংশয়।	অকিঞ্চিৎকর—অপদার্থ, যৎসামান্য।
পৃথিবীতে—ভূমণ্ডলে।	লালায়িত হইয়া—কাতর হইয়া।

মৃন্ময় ও কাংস্যময় পাত্র।

এক মৃন্ময় পাত্র ও এক কাংস্যময় পাত্র নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; কাংস্যময় পাত্র, মৃন্ময় পাত্রকে বলিল, "অহে মৃন্ময় পাত্র, তুমি আমার নিকটে থাক,

তাহা হইলে আমি তোমায় রক্ষা করিতে পারিব।" তখন মৃন্ময় পাত্র বলিল, "তুমি যে এরূপ প্রস্তাব করিলে,

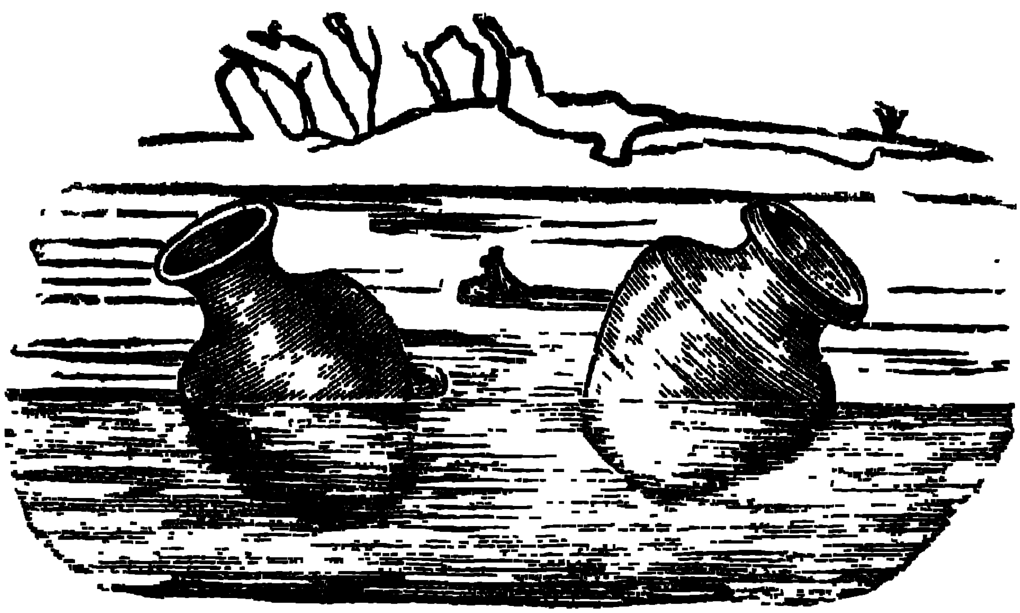

তাহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু আমি যে আশঙ্কায় তোমার তফাতে থাকিতেছি, তোমার নিকটে গেলে, আমার তাহাই ঘটিবে। তুমি অনুগ্রহ করিয়া, তফাতে থাকিলেই, আমার মঙ্গল। কারণ, আমরা উভয়ে একত্র হইলে, আমারই সর্ব্বনাশ। তোমার আঘাত লাগিলে, আমিই ভাঙ্গিয়া যাইব।"

মৃন্ময়—মৃত্তিকানির্ম্মিত, মাটির। কাংস্যময়—কাঁসায় নির্ম্মিত, কাঁসার।
স্রোতে—জলের টানে। প্রস্তাব—প্রসঙ্গ।
আশঙ্কায়—ভয়ে। অনুগ্রহ—দয়া, কৃপা।
মঙ্গল—কুশল, ভাল। একত্র—একসঙ্গে।
সর্ব্বনাশ—অত্যন্ত অপকার। আঘাত—ঘা, প্রহার।

ঈগল্ ও শৃগালী।

এক ঈগল্ ও এক শৃগালী, উভয়ের অতিশয় সদ্ভাব ছিল। ঈগল্ এক উচ্চ বৃক্ষের শাখায় নীড় নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে থাকিত; আর শৃগালী, সেই বৃক্ষের মূলদেশে এক গর্ত্তে অবস্থিতি করিত।

একদিন, শৃগালী আহারের চেষ্টায় বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ঈগল্ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, নীড় হইতে নির্গত হইল; এবং, "আমি যেরূপ উন্নত স্থানে থাকি, শৃগালী আমার কিছুই করিতে পারিবে না," এই ভাবিয়া, আহারের নিমিত্ত তাহার একটি শাবক লইয়া, নিজ নীড়ে প্রবিষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ পরেই শৃগালী আবাসে আসিয়া জানিতে পারিল, ঈগল্ তাহার একটি শাবক লইয়া গিয়াছে। তখন সে মিত্রদ্রোহী বলিয়া, ঈগলের যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল; এবং অনেক বিনয় করিয়া, আপন শাবকটিকে ফিরাইয়া দিতে বলিল। ঈগল্ শাবক ফিরাইয়া দিতে কোনও মতে সম্মত হইল না।

ঈগলের এইরূপ অসৎ আচরণ দেখিয়া, শৃগালী অত্যন্ত কুপিত হইল, এবং অবিলম্বে শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠের আহরণ করিয়া, বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া, আগুন লাগাইয়া দিল। ক্রমে ক্রমে ধূম ও অগ্নিশিখা বৃক্ষের

অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিল। তখন ঈগল্ আপনার ও আপন শাবকগণের প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, অতিশয় ভীত ও অস্থির হইল, এবং তৎক্ষণাৎ শৃগালীর শাবকটি ফিরাইয়া দিয়া বিনয়বাক্যে বারংবার এই বলিতে লাগিল, "আমি না বুঝিয়া অসৎ কর্ম্ম করিয়াছি। তুমি ক্ষমা ও দয়া করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দাও। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আর কখনও এরূপ অসৎ কর্ম্ম করিব না।" ঈগলের বিনয়-বাক্য ও প্রার্থনা শুনিয়া, শৃগালীর অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। তখন সে, অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অবিলম্বে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিল।

সদ্ভাব—মিত্রতা, বন্ধুত্ব।	নীড়—বাসা, কুলায়।
মূলদেশে—তলদেশে, গোড়ায়	ক্ষুধার্ত্ত—ক্ষুধায় কাতর।
উন্নত—উচ্চ, উঁচু।	মিত্রদোহী—বন্ধুর অনিষ্টকারী।
আচরণ—ব্যবহার।	কুপিত—রাগান্বিত।
বিনয়-বাক্যে—নম্র-কথায়।	অসৎ কর্ম্ম—কুকাজ।
শপথ—দিব্য।	প্রার্থনা—যাচ্ঞা, অনুরোধ।
উদয়—আবির্ভাব।	অবিলম্বে—শীঘ্র।

সমাপ্ত